অধ্যায়-৮: ব্যবসায়ের আইনগত দিক

পরীক্ষার্থী বন্ধুরা, এ অধ্যায়ে বোর্ড পরীক্ষা, শীর্ষস্থানীয় কলেজসমূহের নির্বাচনি পরীক্ষা এবং বাছাইকৃত এক্সক্লুসিভ মডেল টেস্টের প্রশ্নগুলোর পূর্ণাঙ্গ উত্তর দেওয়া হয়েছে। এগুলো অনুশীলন করলে তোমরা এ অধ্যায় থেকে যেকোনো সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর সহজেই লিখতে পারবে।

প্রশ্ন ▶১ জনাব অর্ণব একজন সংগীত শিল্পী। তিনি গান লিখেন এবং সুর করেন। প্রিজম নামের একজন নতুন শিল্পী গানের একক অ্যালবাম বাজারে ছাড়েন। জনাব অর্ণব প্রিজমের প্রকাশিত সিডির একটি গানের সুর তার নিজের বলে দাবি করে আদালতে মামলা করেন। কিন্তু তিনি তাতে কোনো প্রতিকার পাননি। *[ঢা. বো. ১৭]*

ক. সামাজিক ব্যবসায় কী? ১

খ. ISO সনদ বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে কোন আইনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব অর্ণব আদালতের আশ্রয় নিয়েও কোনো প্রতিকার না পাওয়ার যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ব্যবসায়ে বিনিয়োগকারীদের লভ্যাংশ প্রাপ্তির কোনো প্রত্যাশা থাকে না বরং সমাজের কল্যাণ ও দারিদ্র্য দূরীকরণের উদ্দেশ্যে গঠন করা হয় তাকে সামাজিক ব্যবসায় বলে।

খ ISO (International Organization for Standardization) হলো আন্তর্জাতিক মান নিয়ন্ত্রণ সংস্থা। এটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের পণ্য/সেবার গুণগত মান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করে সনদ প্রদান করে।

ISO সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি আন্তর্জাতিক মানের শিল্পকে আরও দক্ষ ও কার্যকর করতে সাহায্য করে। এ সনদ অর্জনের মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠানের পণ্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হয়।

গ উদ্দীপকে কপিরাইট আইনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

কপিরাইটের মাধ্যমে লেখক বা শিল্পী কর্তৃক তার সৃষ্টিকর্মের ওপর একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থায়ী আইনগত অধিকার দেয়া হয়। কপিরাইট আইনের ফলে শিল্পকর্ম নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিক্রয়, উন্নয়ন বা ব্যবহারের একচ্ছত্র অধিকার লাভ করা যায়। গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, নাটক, গান, চলচ্চিত্র প্রভৃতির সুরক্ষার জন্য কপিরাইট আইনের সহায়তা নিতে হয়।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, জনাব অর্ণব একজন সঙ্গীত শিল্পী। তিনি গান লিখেন ও সুর করেন। প্রিজম নামের একজন নতুন শিল্পী গানের একক এ্যালবাম করে বাজারে ছাড়েন। জনাব অর্ণব প্রিজমের প্রকাশিত সিডির একটি গানের সুর তার নিজের বলে দাবি করে আদালতে মামলা করেন। কারণ, তিনি তার গানের সুর ব্যবহারের ও বিক্রয়ের একক অধিকারী। কেউ যদি তার সৃষ্টিকর্ম নকল করতে চেষ্টা করে তাহলে তার বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে। এসব বৈশিষ্ট্য কপিরাইট আইনের সাথে মিল রয়েছে। সুতরাং, উদ্দীপকে কপিরাইট আইনের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ জনাব অর্ণবের সুর করা গান কপিরাইট আইনে নিবন্ধিত না থাকায় আদালতের আশ্রয় নিয়েও কোনো প্রতিকার না পাওয়ার যৌক্তিকতা রয়েছে।

লেখক বা শিল্পীর সৃষ্টিকর্ম যাতে কেউ নকল করতে না পারে সেজন্য কপিরাইট নিবন্ধন করা প্রয়োজনীয়। এ নিবন্ধন করা না হলে যে কেউ এটি নকল করতে পারে। তখন আদালতে মামলা করেও ক্ষতিপূরণ পাওয়া সম্ভব হয় না।

উদ্দীপকের প্রিজম নামের একজন নতুন শিল্পী গানের একক অ্যালবাম বাজারে ছাড়েন। জনাব অর্ণব প্রিজমের প্রকাশিত সিডির একটি গানের সুর তার নিজের বলে দাবি করে আদালতে মামলা করেন। কিন্তু জনাব অর্ণবের সুর করা গানের এ্যালবামটি কপিরাইট আইনে নিবন্ধিত ছিল না।

কোনো শিল্পী বা লেখক তার সৃষ্টিকর্ম কপিরাইটের মাধ্যমে নিজের ব্যবহারের একক অধিকার লাভ করেন। কিন্তু, তিনি যদি তা কপিরাইট নিবন্ধনের আওতায় না আনেন তাহলে অন্য কেউ ঐ সৃষ্টিকর্ম নকল বা ব্যবহার করলেও সেক্ষেত্রে প্রকৃত সৃষ্টিকারী কোনো আইনি প্রতিকার পান না। উদ্দীপকের জনাব অর্ণবের গানের সুর কপিরাইট আইনে নিবন্ধন করা ছিল না। এ কারণে তার সুর নকল করলে আদালতে মামলা করেও তিনি কোনো আইনি সুরক্ষা পাননি। সুতরাং বলা যায়, কপিরাইট আইনানুযায়ী তার এরূপ আইনি প্রতিকার না পাওয়া সম্পূর্ণ যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶২ গ্যালাক্সি লি.-এর কয়েকজন প্রকৌশলী বিশেষ এক ধরনের কাঁচ উদ্ভাবন করেছেন। এ কাঁচ ভবনের দরজা বা জানালায় ব্যবহার করলে তা একই সাথে সৌরবিদ্যুতের উৎস হিসেবে কাজ করবে। এ বিদ্যুৎ যেকোনো কাজে ব্যবহার করা সম্ভব। প্রতিষ্ঠানটি এ কাঁচ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের একক অধিকার পেতে চায়। তারা এ বিষয়ে সরকারের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করে। *[ঢা. বো., রা. বো., কু. বো., চ. বো. ১৭]*

ক. ব্যবসায় পরিবেশ কী? ১

খ. পানি দূষণ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. গ্যালাক্সি লি.-এর উদ্ভাবিত পদ্ধতিটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত চুক্তিটি কি এ প্রতিষ্ঠানকে একক অধিকার ভোগের সুযোগ দিবে? বিশে-ষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের গঠন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ যেসব পারিপার্শ্বিক উপাদান বা শক্তির দ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয় সেগুলোর সমষ্টিকে ব্যবসায় পরিবেশ বলে।

খ পানিতে ক্ষতিকর উপাদান মিশ্রিত হয়ে তা ব্যবহারের অনুপযোগী ও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হওয়াকে পানি দূষণ বলে।

গৃহস্থালি ও শিল্পবর্জ্য পানিতে মিশে পানি দূষিত হয়। পানি দূষণের কারণে পানিবাহিত রোগের বিস্তার ঘটে জলজ প্রাণীর বসবাসের স্বাভাবিক অবস্থা নষ্ট হয়। এ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কলকারখানার বর্জ্য শোধনের ব্যবস্থা করতে হবে। সাথে সাথে পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ করতে হবে।

গ উদ্দীপকে গ্যালাক্সি লি.-এর উদ্ভাবিত পদ্ধতিটি মেধাসম্পদের অন্তর্ভুক্ত।

সৃজনশীল ব্যক্তি তার মেধা ও মননশীলতা প্রয়োগ করে মেধাসম্পদ সৃষ্টি করেন। এক্ষেত্রে তার অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ তার মেধাসম্পদ ব্যবহার করতে পারে না। গল্প, নাটক, চলচ্চিত্র, ফটোগ্রাফ, সফটওয়্যার মেধাসম্পদের উদাহরণ।

উদ্দীপকে গ্যালাক্সি লি.-এর কয়েকজন প্রকৌশলী বিশেষ এক ধরনের কাঁচ উদ্ভাবন করেছেন। এ কাঁচ ভবনের দরজা বা জানালায় ব্যবহার করলে তা একই সাথে সৌর বিদ্যুতের উৎস হিসেবে কাজ করবে। এ বিদ্যুৎ যেকোনো কাজে ব্যবহার করা সম্ভব। এখানে প্রকৌশলীগণ নিজেদের মেধাকে কাজে লাগিয়ে এ কাঁচ উদ্ভাবন করেছেন। এটি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের বা মেধাসম্পদের বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং, গ্যালাক্সি লি.-এর উদ্ভাবিত পদ্ধতিটি মেধাসম্পদের আওতাভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত উদ্ভাবিত কাঁচের জন্য পেটেন্ট চুক্তি গ্রহণ করায় উক্ত প্রতিষ্ঠান এককভাবে পণ্য ভোগের অধিকার লাভ করবে।

নতুন আবিষ্কৃত পণ্যের ওপর আবিষ্কারকের একক অধিকার অর্জনের জন্য সরকারের সাথে পেটেন্ট চুক্তি করা হয়। এর মাধ্যমে আবিষ্কারক আবিষ্কৃত পণ্যের উন্নয়ন, ব্যবহার ও বিক্রয়ের একক অধিকার ভোগ করেন।

উদ্দীপকে গ্যালাক্সি লি.-এর কয়েকজন প্রকৌশলী এক বিশেষ ধরনের কাঁচ উদ্ভাবন করেন। এটি সৌর বিদ্যুতের উৎস হিসেবে কাজ করবে। প্রতিষ্ঠানটি এ কাঁচ উৎপাদন ও বিপণনের একক অধিকার পেতে চায়। এজন্য প্রতিষ্ঠানটি সরকারের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করে; যা পেটেন্ট চুক্তির আওতায় পড়ে।

উদ্ভাবিত কাঁচের জন্য পেটেন্ট চুক্তি করায় প্রতিষ্ঠানটি উক্ত কাঁচ ব্যবহারে একক অধিকার অর্জন করবে। অন্যদের হস্তক্ষেপ ছাড়াই একক অধিকারে এটি বিক্রয়, ব্যবহার বা ভোগ করতে পারবে। প্রতিষ্ঠানটির অনুমতি ছাড়া কেউ এটি ব্যবহার বা বিক্রয় করলে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। আদালতের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণও আদায় করা যাবে। সুতরাং, পেটেন্ট চুক্তিটি অবশ্যই উক্ত প্রতিষ্ঠানকে আইনানুযায়ী পণ্যের এককভাবে ভোগের সুযোগ দিবে।

প্রশ্ন ▶৩ মিসেস রিনা পণ্য ক্রয়ের বিষয়ে খুবই সাবধান থাকেন। বাংলাদেশি কোনো পণ্য কিনতে গেলে তিনি দেখেন যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে কিনা। বিশেষ করে খাদ্য ও প্রসাধনী সামগ্রীর বেলায় এটি থাকতেই হবে। ব্র্যান্ড পণ্য কেনার প্রতি তার আগ্রহ। তিনি মনে করেন স্কয়ার, প্রাণ ইত্যাদি বড় প্রতিষ্ঠানে একটি মান মেনে চলা হয়। এক্ষেত্রে নকলের সম্ভাবনাও কম। *[রা. বো. ১৭]*

ক. ট্রেডমার্ক কী? ১

খ. পরিবেশ আইন কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মিসেস রিনা কোন ধরনের কর্তৃপক্ষের অনুমোদন আছে কিনা তা পরীক্ষা করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মিসেস রিনা যে আইনগত বিষয়টি দেখে পণ্য ক্রয় করেন তার যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো প্রতিষ্ঠান বা এর পণ্যের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করার জন্য যে বিশেষ চিহ্ন, প্রতীক, শব্দ বা লোগো ব্যবহার করা হয় তাকে ট্রেডমার্ক বলে।

খ যে আইনে পরিবেশ সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় বিধি বিধানের উলে-খ রয়েছে তাকে পরিবেশ আইন বলে। বাংলাদেশে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ ও পরিবেশ সংরক্ষণ নীতিমালা ১৯৯৭ বিদ্যমান রয়েছে। এ আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ ও অনুসরণ ব্যবসায়-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করে।

গ উদ্দীপকে মিসেস রিনা BSTI (Bangladesh Standards and Testing Institution) প্রতিষ্ঠানের বা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন আছে কিনা তা পরীক্ষা করেন।

এটি বাংলাদেশের পণ্যের মান নির্ধারণ, পণ্যমান পরীক্ষা ও মান নিশ্চিত করার জন্য নিয়োজিত একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। এর মূল উদ্দেশ্য হলো পণ্যের মান নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা করা।

উদ্দীপকের মিসেস রিনা বাংলাদেশি পণ্য সাবধানে কেনাকাটা করেন। পণ্য কেনার সময় দেখেন পণ্যের মোড়কের গায়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন আছে কিনা। বিশেষ করে খাদ্য ও প্রসাধনী সামগ্রীর বেলায় এটি থাকতেই হবে। কর্তৃপক্ষের অনুমোদন থাকলে তিনি পণ্য ও সেবার গুণগত মান সম্পর্কে নিশ্চিত হন। বাংলাদেশের পণ্য ও সেবার এ গুণগত মান নিশ্চিত করে BSTI। সুতরাং, মিসেস রিনা BSTI কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পরীক্ষা করে পণ্য ক্রয় করেন।

ঘ উদ্দীপকে মিসেস রিনা যে আইনগত বিষয়টি দেখে পণ্য ক্রয় করেন তা হলো ট্রেডমার্ক যা ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কোনো প্রতিষ্ঠান বা এর পণ্যের স্বাতন্ত্র্যতা প্রকাশ করার জন্য ট্রেডমার্কের বিশেষ চিহ্ন, লোগো বা প্রতীক ব্যবহৃত হয়। এটি প্রতিষ্ঠানের ব্র্যান্ড হিসেবে পরিচিত। এটি কোনো প্রতিষ্ঠানের পণ্যকে ক্রেতাদের কাছে পরিচিত করে তোলে।

উদ্দীপকে মিসেস রিনা ব্র্যান্ড দেখে পণ্য ক্রয় করেন। পণ্যের ব্র্যান্ড দেখেই তিনি ঐ পণ্যের গুণগত মান সম্পর্কে নিশ্চিত হন। এ ব্র্যান্ড হলো ট্রেডমার্ক।

মিসেস রিনা ট্রেডমার্ক চিহ্ন দেখে পণ্য কেনার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠানের পণ্য ক্রয় করতে পারেন। এতে নকল পণ্য ক্রয়ের সম্ভাবনা থাকে না। ফলে তিনি কখনোই ঠকেন না। এভাবে পণ্য ক্রয় করা সুবিধাজনক। এছাড়া ব্র্যান্ডের মাধ্যমে ক্রেতার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারলে প্রতিষ্ঠানেরও সুনাম বাড়ে। তাই, পণ্যের ট্রেডমার্ক পরীক্ষা করে মিসেস রিনার কেনাকাটা করা সম্পূর্ণ যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶৪ ইলিয়াছ এমন একটি নতুন প্রযুক্তির যন্ত্র উদ্ভাবন করেন যা দিয়ে বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় ২৪ ঘণ্টা ফ্রিজ চালানো যায়। তিনি এ যন্ত্রটি 'VOLTA' নাম দিয়ে বাজারজাত করেন। 'VOLTA' নাম ও চিহ্নটি তিনি একটি বিশেষ আইনে নিবন্ধন করেন। 'VOLTA' ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করায় বগুড়ার সানোয়ার 'VOLTA' নামে একই ধরনের যন্ত্র তৈরি করে বাজারে বিক্রয় শুরু করে। অন্যদিকে সিলেটের নাসির 'ELECTRO' নাম দিয়ে একই প্রযুক্তির যন্ত্র তৈরি করে বাজারজাত করছে। ইলিয়াছ তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আইনজীবীর পরামর্শ চান। আইনজীবী অভিমত দেন যে, সানোয়ারের বিরুদ্ধে আইনগত প্রতিকার পাওয়া গেলেও সীমাবদ্ধতার কারণে নাসিরের বিরুদ্ধে প্রতিকার পাওয়া সম্ভব হবে না। *[সি. বো. ১৭]*

ক. কপিরাইট কী? ১

খ. ব্যবসায়ের জন্য বিমা অত্যন্ত সহায়ক কেন? ২

গ. ইলিয়াছ উদ্দীপকের যন্ত্রটি কোন আইনে নিবন্ধন করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে আইনজীবীর অভিমতের যৌক্তিকতা বিশে-ষণ করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক লেখক বা শিল্পী কর্তৃক তার সৃষ্টিকর্মের ওপর একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থায়ী আইনগত অধিকারকে কপিরাইট বলে।

খ বিমা হলো বিমাগ্রহীতা ও বিমাকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি যেখানে বিমাকারীকে বিমাগ্রহীতা নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে সম্ভাব্য ঝুঁকি বা বিপদে ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হয়।

ব্যবসায়ে সর্বদা ঝুঁকি থাকে। মূল্যহ্রাস, চুরি, ডাকাতি, অগ্নিকাণ্ড, অতি বৃষ্টির কারণে ব্যবসায়ে ক্ষতি হতে পারে। এ ঝুঁকির কথা মাথায় নিয়েই ব্যবসায়ীকে প্রতিনিয়ত ব্যবসায় পরিচালনা করতে হয়। এক্ষেত্রে ঝুঁকির মাত্রা কমানো গেলে ব্যবসায়ী আরও সফলভাবে ব্যবসায় চালাতে পারে। বিমা এ ঝুঁকি কমাতে সহায়তা করে। তাই, ব্যবসায়ের জন্য বিমা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গ উদ্দীপকের যন্ত্রটি ইলিয়াছ ট্রেডমার্ক আইনে নিবন্ধন করেছেন।

কোনো প্রতিষ্ঠান বা এর পণ্যের স্বাতন্ত্র্যতা প্রকাশ করার জন্য ট্রেডমার্ক ব্যবহৃত হয়। এটি প্রতিষ্ঠানের ব্র্যান্ড হিসেবে পরিচিত। এটি কোনো প্রতিষ্ঠানের পণ্যকে ক্রেতাদের কাছে সহজে পরিচিত করে তোলে।

উদ্দীপকে ইলিয়াছ নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। এটি দিয়ে বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ড় ফ্রিজ চালানো যায়। তিনি তার উদ্ভাবিত এ যন্ত্রটি বাজারে ছাড়ার পূর্বে 'VOLTA' নাম নির্ধারণ করেন। এ VOLTA নামটি তিনি একটি বিশেষ আইনে নিবন্ধন করেন। VOLTA নামেই যন্ত্রটি বাজারে পরিচিতি লাভ করে যা ট্রেডমার্কের বৈশিষ্ট্যর সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, ইলিয়াছের উদ্ভাবিত VOLTA নামক যন্ত্রটি ট্রেডমার্ক আইনে নিবন্ধন করা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে ইলিয়াছ নতুন প্রযুক্তিটি ট্রেডমার্ক আইনে নিবন্ধন করলেও পেটেন্ট চুক্তি না করার কারণে তিনি সব ধরনের আইনগত সুবিধা পাবেন না।

নতুন আবিষ্কৃত পণ্য একচ্ছত্র ব্যবহারের জন্য আবিষ্কারক ও সরকারের মধ্যে পেটেন্ট চুক্তি করা হয়। এ চুক্তি না থাকলে আবিষ্কারকের উদ্ভাবিত পণ্য কেউ নকল করলেও তার বির"দ্ধে কোনো আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া যায় না।

উদ্দীপকে ইলিয়াছ একটি যন্ত্র আবিষ্কার করে VOLTA নামে তা নিবন্ধন করেন। সানোয়ার নামের এক ব্যক্তি VOLTA নামেই একই ধরনের যন্ত্র বাজারে ছাড়েন। অপরদিকে সিলেটের নাসির 'ELECTRO' নামে ঐ একই ধরনের আরও একটি যন্ত্র বাজারে ছাড়েন। উভয়ের বির"দ্ধে ইলিয়াছ আইনগত ব্যবস্থা নিতে চাইলে সানোয়ারের বির"দ্ধে আইনগত প্রতিকার পাওয়া গেলেও নাসিরের বির"দ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে না বলে আইনজীবী জানান।

নতুন প্রযুক্তিটি ইলিয়াছ ট্রেডমার্ক আইনে নিবন্ধন করলেও পেটেন্ট চুক্তি করেননি। ট্রেডমার্ক আইনে নিবন্ধন থাকায় সানোয়ার এ নামে পণ্য বাজারে ছাড়তে পারেন না। তাই ইলিয়াছ সানোয়ারের বির"দ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারবেন। কিন্তু যন্ত্রটির পেটেন্ট চুক্তি না থাকায় যে কেউ নকল করে অন্য নামে তা বাজারে ছাড়তে পারে। তাই নাসির এ সুযোগটি গ্রহণ করে একই ধরনের যন্ত্র ভিন্ন নামে বাজারে ছেড়েছেন। এজন্যই আইনজীবী বলেছেন, সানোয়ারের বির"দ্ধে আইনত প্রতিকার পাওয়া গেলেও নাসিরের বির"দ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে না।

প্রশ্ন ▶৫ নোবেল বিজয়ী জনাব র"বায়েত আলম-এর 'যুদ্ধ' উপন্যাসটি বিশ্বের শান্ড়িপ্রিয় মানুষের কাছে খুবই জনপ্রিয়। তিনি যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে ৫০ লক্ষ সেট বইয়ের ফরমায়েশ পান। বইগুলো জাহাজীকরণের পূর্বে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে এগুলো সুরক্ষার জন্য তিনি একটি বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। এখন তিনি তার বই নকল মুদ্রণের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। *[য. বো. ১৭]*

ক. ISO কী? ১

খ. PPP বলতে কী বোঝ? ২

গ. জনাব র"বায়েত আলম কোন ধরনের বিমা পলিসি গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব র"বায়েত আলমকে উদ্বেগমুক্ত করতে উদ্দীপকের আলোকে তোমার পরমর্শ তুলে ধরো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ISO (International Organization for Standardization) হলো আন্ড়র্জাতিক মান নিয়ন্ত্রণ সংস্থা যা কোনো উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের পণ্য বা সেবার গুণগত মান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আন্ড়র্জাতিক মান নিশ্চিত করে সনদ প্রদান করে।

খ সরকারি-বেসরকারি যৌথ অর্থায়নে ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায় কার্যক্রমকে PPP বলে।

PPP-এর পূর্ণরূপ হলো Public Private Partnership বা সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব। বৃহদায়তন অবকাঠামো নির্মাণ, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেবা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে এ ধরনের ব্যবসায় অধিক কার্যকর। এতে উভয় পক্ষের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটে ও প্রকল্প বাস্ড়বায়ণে সরকারের আর্থিক চাপ কমে।

গ উদ্দীপকে জনাব র"বায়েত আলম নৌ বিমা পলিসি গ্রহণ করেছেন।

নৌপথে চলাচলকারী জাহাজ ও এর পণ্যসামগ্রী ক্ষতিগ্রস্ড় হলে তা ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্র"তি দিয়ে নৌ বিমা চুক্তি করা হয়। নির্ধারিত প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে এরূপ চুক্তি সম্পন্ন হয়।এ ধরনের বিমা গ্রহণ করা হলে পণ্য কিংবা জাহাজের ক্ষতি আংশিক বা সম্পূর্ণ যাই হোক, বিমাকারী তা পূরণ করে দেয়।

উদ্দীপকে জনাব র"বায়েত আলম যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ-এর বিভিন্ন দেশ থেকে ৫০ লক্ষ সেট বইয়ের ফরমায়েশ পান। বইগুলো জাহাজীকরণের পূর্বে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে সুরক্ষার জন্য তিনি একটি বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। এ বিমার মূল বিষয়বস্তুই হলো জাহাজ ও জাহাজে অবস্থিত বই। এরূপ বিমা পলিসি গ্রহণ করায় বই পরিবহনের সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কোনো ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে বইগুলো সুরক্ষার জন্যই এ বিমা পলিসি গ্রহণ করা হয়েছে । এসব বৈশিষ্ট্য নৌ বিমা পলিসির কার্যক্রমের আওতায় পড়ে। সুতরাং বলা যায়, জনাব র"বায়েত আলম নৌ বিমা পলিসি গ্রহণ করেছেন।

ঘ জনাব র"বায়েত আলম বইয়ের কপিরাইট চুক্তি করে উদ্বেগমুক্ত থাকতে পারেন।

লেখক বা শিল্পী তার সৃষ্টি কর্মের ওপর একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থায়ী আইনগত অধিকার পাওয়ার জন্য কপিরাইট চুক্তি করেন। এর উদ্দেশ্য হলো স্বত্বাধিকারীর সৃষ্টিকর্মকে নকল থেকে রক্ষা করা। বই, চলচ্চিত্র, গান, সফটওয়্যার প্রভৃতি নকলমুক্ত করার জন্য কপিরাইট চুক্তি প্রয়োজন।

উদ্দীপকে জনাব র"বায়েত আলমের 'যুদ্ধ' উপন্যাসটি বিশ্বের শান্ড়িপ্রিয় মানুষের কাছে খুবই জনপ্রিয়। তিনি যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে ৫০ লক্ষ সেট বইয়ের ফরমায়েশ পান। অনেক চাহিদা ও জনপ্রিয়তার কারণে তিনি বইটির নকলের আশঙ্কায় চিন্ড়িত।

এ অবস্থায় জনাব র"বায়েত আলম তার বইয়ের কপিরাইট চুক্তি করতে পারেন। কপিরাইট চুক্তি করা হলে তিনি তার রচিত বইয়ের ওপর একক অধিকার লাভ করবেন। ফলে কেউ তার বইটি নকল করলে, ঐ ব্যক্তির বির"দ্ধে তিনি আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারবেন। এতে ক্ষতিপূরণ আদায় করাও সম্ভব হবে। এভাবে কপিরাইট চুক্তির মাধ্যমে জনাব র"বায়েত আলম তার রচিত বইকে আইনগত সুরক্ষা দিতে পারবেন যা তাকে উদ্বেগমুক্ত করবে।

প্রশ্ন ▶৬ জনাব রিয়াজ রহমান বাজারে একটি নতুন সাবান ছাড়েন, যা শরীরের ধুলাবালি পরিষ্কার করে এবং এর সুঘ্রাণ রক্তনালীকে সম্প্রসারণ করে। তিনি সাবানের গায়ে একটি বিশেষ লোগো ব্যবহার করেন। ফলে ক্রেতারা সহজে সাবানটি শনাক্ত করতে পারে। বাজারে সাবানটির প্রচুর চাহিদা। সম্প্রতি 'ওমেগা কোম্পানি' নামে অন্য একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সাবানটি উৎপাদনের পরিকল্পনা করছে। *[য. বো. ১৭]*

ক. BSTI কী? ১

খ. ব্যবসায় নৈতিকতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে সাবানের গায়ে ব্যবহৃত লোগোটি কী? ব্যাখ্যা করো।৩

ঘ. ওমেগা কোম্পানিকে উক্ত সাবান উৎপাদন থেকে বিরত রাখতে করণীয় কী? যুক্তিসহ তোমার মতামত উপস্থাপন করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে পণ্যের মান নির্ধারণ, পণ্যমান পরীক্ষা ও মান নিশ্চিত করার জন্য নিয়োজিত সরকারি প্রতিষ্ঠানের নাম হলো BSTI (Bangladesh Standards and Testing Institution)।

খ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে উচিত-অনুচিত মেনে চলা বা ভালোকে গ্রহণ ও মন্দকে বর্জন করে চলাই হলো ব্যবসায় নৈতিকতা।
আইন মেনে যেমনি ব্যবসায় চালানো আবশ্যক, তেমনি নীতি বা আদর্শ মেনে (করণীয় ও বর্জনীয়) ব্যবসায় পরিচালনা করাও অপরিহার্য। সঠিক মাপে পণ্য দেওয়া, ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রি করা, ক্রেতাদের সাথে উত্তম আচরণ প্রভৃতি ব্যবসায় নৈতিকতার আওতায় পড়ে।

গ উদ্দীপকে সাবানের গায়ে ব্যবহৃত লোগোটি হলো ট্রেডমার্ক।
ট্রেডমার্ক হলো পণ্য বা ব্যবসায়ের এমন কোনো স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য, চিহ্ন বা প্রতীক যা সকলের নিকট পণ্যকে সহজে পরিচিত করে তোলে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো অন্য কোনো পণ্য বা প্রতিষ্ঠান থেকে এর ভিন্নতা রক্ষা করা।
উদ্দীপকের জনাব রিয়াজ রহমান বাজারে একটি নতুন সাবান ছাড়েন। তিনি সাবানের গায়ে একটি বিশেষ লোগো ব্যবহার করেন। যেটি ব্যবহারের কারণে অন্য কোম্পানির সাবান থেকে এর ভিন্নতা রক্ষিত হয়। এরূপ লোগো থাকায় ক্রেতারা সহজেই ঐ প্রতিষ্ঠানের পণ্যটি চিহ্নিত করতে পারে। এতে ক্রয়-বিক্রয় উভয় ক্ষেত্রেই সুবিধা হয়। এসব বৈশিষ্ট্যানুযায়ী সাবানের গায়ে ব্যবহৃত লোগোটিকে ট্রেডমার্ক বলা যায়।

ঘ উদ্দীপকের জনাব রিয়াজ রহমান সাবানটির ট্রেডমার্ক নিবন্ধন করার মাধ্যমে ওমেগা কোম্পানিকে উক্ত সাবান উৎপাদন থেকে বিরত রাখতে পারেন।

ট্রেডমার্কের মূল উদ্দেশ্য হলো অন্য পণ্য বা প্রতিষ্ঠান থেকে এর ভিন্নতা রক্ষা করা। এ ট্রেডমার্কের স্বাতন্ত্র্য চিহ্ন কোনো কোম্পানির মালিকানাকে নির্দেশ করে। ট্রেডমার্ক নিবন্ধন করা হলে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পণ্যকে নকল করা সম্ভব না। আর নকল করলেও ক্ষতিপূরণ আদায় করা যায়।
উদ্দীপকের জনাব রিয়াজ রহমানের নতুন উৎপাদিত সাবান শরীরের ধূলাবালি পরিষ্কার করে এবং এর সুঘ্রাণ রক্তনালীকে সম্প্রসারণ করে। বাজারে সাবানটির প্রচুর চাহিদা রয়েছে। সম্প্রতি 'ওমেগা কোম্পানি' নামে অন্য একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সাবানটি উৎপাদনের পরিকল্পনা করছে। এ অবস্থায় জনাব রিয়াজ রহমান সাবানটির ট্রেডমার্ক নিবন্ধন করতে পারেন। নিবন্ধিত ট্রেডমার্ক নকল করা হলে আইনানুযায়ী তার প্রতিকার দাবি করা যায়। জনাব রিয়াজ রহমান যদি ট্রেডমার্ক নিবন্ধন করেন তাহলে ওমেগা কোম্পানি তার সাবানের লোগো ব্যবহার বা নকল করে কোনো সাবান বাজারে ছাড়তে পারবে না। আর নকল করলেও তিনি ঐ কোম্পানির বিরুদ্ধে আইনগতভাবে মামলা করে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবেন। সুতরাং, ট্রেডমার্ক নিবন্ধনের মাধ্যমেই ওমেগা কোম্পানিকে উক্ত সাবান উৎপাদন থেকে বিরত রাখা যাবে।

প্রশ্ন ▶ ৭ নাজিব বগুড়া শহরে কীটনাশকের একজন বিখ্যাত পাইকারি বিক্রেতা। তার কীটনাশকের গুদামঘরটি একটি জনাকীর্ণ এলাকায়, যেখানে অনেক ছোট ছোট চায়ের দোকান আছে। এজন্য সে মাঝে মাঝে নিজেকে অনিরাপদ মনে করে। এ বছর তার ব্যবসায়ের পরিধি বাড়ানোর অন্য একটি মধ্যমেয়াদি ঋণের প্রয়োজন। এজন্য সে এমন একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে চায় যেটি তার উভয় ধরনের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারবে। *[ব. বো. ১৭]*

ক. কপিরাইট কী? ১
খ. মেধাস্বত্ব বলতে কী বোঝায়? ২
গ. নাজিব বর্তমানে কোন ধরনের ঝুঁকি মোকাবিলা করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান নাজিবের এ দু'ধরনের সমস্যা একাই সমাধান করতে পারে? কীভাবে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক লেখক বা শিল্পীর মৌলিক ও সৃজনশীল শিল্পকর্ম নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিক্রয়, উন্নয়ন বা ব্যবহারের একচ্ছত্র ও বিধিবদ্ধ অধিকারকে কপিরাইট বলে।

খ ব্যক্তি তার মেধা ও মননশীলতা ব্যবহার করে যা কিছু সৃষ্টি করেন তাকে মেধাস্বত্ব বলে।
সৃজনশীল ব্যক্তি দীর্ঘদিন প্রচেষ্টা চালিয়ে মেধাসম্পদ সৃষ্টি করেন। এক্ষেত্রে তার অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ তার মেধাসম্পদ ব্যবহার করতে পারে না। গল্প, নাটক, চলচ্চিত্র, ফটোগ্রাফ, সফটওয়্যার মেধাসম্পদের উদাহরণ।

গ উদ্দীপকের নাজিব বর্তমানে আর্থিক ঝুঁকি মোকাবিলা করছে।
ঋণের অর্থ পরিশোধ করার মতো পর্যাপ্ত নগদ প্রবাহ না পাওয়ার সম্ভাবনাই হলো আর্থিক ঝুঁকি। কোনো ব্যবসায়ে ঋণকৃত মূলধন না থাকলে ঐ প্রতিষ্ঠানে কোনো আর্থিক ঝুঁকি থাকে না।
উদ্দীপকের নাজিব কীটনাশকের একজন বিখ্যাত পাইকারি বিক্রেতা। এ বছর তার ব্যবসায়ের পরিধি বাড়ানোর জন্য একটি মধ্যমমেয়াদি ঋণের প্রয়োজন। এখন তিনি যদি ঋণগ্রহণ করেন তাহলে ঋণকৃত অর্থ সুদসহ পরিশোধ করতে হবে। সে-ই পরিমাণ পর্যাপ্ত নগদ অর্থও তার কাছে নেই এবং ভবিষ্যতে থাকবে কিনা তা সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত নন। ঝুঁকির বৈশিষ্ট্যনুযায়ী এটি আর্থিক ঝুঁকির আওতায় পড়ে। সুতরাং, নাজিব বর্তমানে আর্থিক ঝুঁকি মোকাবিলা করছে।

ঘ 'বিমা' প্রতিষ্ঠান নাজিবের ব্যবসায়ের দু'ধরনের সমস্যা একাই সমাধান করতে পারে।
বিমা হলো বিমাগ্রহীতা ও বিমাকারীর মধ্যে সম্পাদিত একটি চুক্তি। যেখানে বিমাকারীকে বিমাগ্রহীতা নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে সম্ভাব্য ঝুঁকি বা ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হয়।
উদ্দীপকের নাজিবের কীটনাশকের গুদামঘরটি একটি জনাকীর্ণ এলাকায় অবস্থিত, যেখানে অনেক ছোট ছোট চায়ের দোকান আছে। এজন্য সে নিজেকে অনিরাপদ মনে করে। এ বছর ব্যবসায় বাড়াতে তার মধ্যমেয়াদি ঋণের প্রয়োজন। এজন্য সে এমন একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে চায় যেটি তার উভয় ধরনের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারবে।
এ অবস্থায় নাজিব বিমা প্রতিষ্ঠানের শরণাপন্ন হতে পারেন। বিমা হলো ঝুঁকি বণ্টনের ব্যবস্থা। প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক কারণে ব্যবসায় যে আর্থিক ঝুঁকির সম্মুখীন হয় তা বিমার মাধ্যমে হ্রাস করা যায়। নাজিব তার গুদাম ঘরের জন্য বিমা করলে ভবিষ্যতে কোনো কারণে ক্ষতির সম্মুখীন হলে ক্ষতিপূরণ পাবে। আবার বিমা হলো আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এটি ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য ঋণ প্রদান করে থাকে। সুতরাং বলা যায়, এ বিমা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিবদ্ধ হলে নাজিব তার দু'ধরনের সমস্যাই সমাধান করতে পারবে।

প্রশ্ন ▶ ৮ জনাব মুহিববুল-াহ দীর্ঘদিন গবেষণা করে এক ধরনের নতুন ধান বীজ উদ্ভাবন করেন। এ বীজ হতে অতি অল্প সেচে এবং অল্প সময়ে ধান উৎপন্ন হয়। তিনি বিশেষ চিহ্ন বিশিষ্ট প্যাকেটে করে উদ্ভাবিত ধান বীজ বাজারে বিক্রি করে থাকেন। তথাপি একটি অসাধু বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান তার উদ্ভাবিত বীজের অনুরূপ ধানের বীজ নকল করে বাজারজাত করছে। কিন্তু যথাযথ প্রমাণের অভাবে মুহিববুল-াহ উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোনো আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন নি। *[ঢা. বো. ১৬]*

ক. পেটেন্ট কী? ১
খ. কপিরাইট বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উলি-খিত বিশেষ চিহ্নটিকে সংশি-ষ্ট আইনের দৃষ্টিতে কী বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত উদ্ভূত পরিস্থিতিতে জনাব মুহিববুল-াহ কর্তৃক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যর্থতার কারণ বিশে-ষণ করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নতুন কোনো উদ্ভাবিত জিনিস, বিষয় বা পদ্ধতি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আবিষ্কারককে ব্যবহার, বিক্রয় বা উন্নয়ন করার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক অনুমোদনকৃত একচ্ছত্র অধিকারকে পেটেন্ট বলে।

খ লেখক বা শিল্পী কর্তৃক তার সৃষ্টকর্মের ওপর একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থায়ী আইনগত অধিকারকে কপিরাইট বলে।

কপিরাইট একটি আইনগত ধারণা। এর উদ্দেশ্য হলো সৃষ্টকর্ম নকল হতে রক্ষা করে প্রকৃত লেখক, শিল্পী বা স্বত্বাধিকারীর স্বার্থ সুরক্ষা করা। কপিরাইট আইন মোতাবেক একজন উদ্ভাবক তার বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির ওপর পূর্ণ অধিকার লাভ করেন। সাধারণত বই, প্রবন্ধ, নৃত্য, সংগীত কৌশল ইত্যাদি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ কপিরাইটের আওতাভুক্ত।

গ উদ্দীপকে উলি-খিত বিশেষ চিহ্নটিকে সংশি-ষ্ট আইনের দৃষ্টিতে ট্রেডমার্ক বলা হয়।

ট্রেডমার্ক হলো পণ্য বা ব্যবসায়ের এমন স্বতন্ত্রসূচক বৈশিষ্ট্য বা চিহ্ন, যা সবার নিকট পণ্যকে পরিচিতি করে তোলে। এতে মালিকের একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে নিজেদের ভিন্নতা বোঝাতেই ট্রেডমার্ক ব্যবহার করা হয়।

উদ্দীপকে জনাব মুহিববুল-াহ দীর্ঘদিন গবেষণা করে এক ধরনের নতুন ধান বীজ উদ্ভাবন করেন। এ বীজ হতে অতি অল্প সেচে এবং সময়ে ধান উৎপন্ন হয়। তিনি বিশেষ চিহ্ন বিশিষ্ট প্যাকেটে করে উদ্ভাবিত ধানের বীজ বাজারে বিক্রি করেন। অর্থাৎ জনাব মহিববুল-াহর ব্যবহৃত বিশেষ চিহ্ন দ্বারা ক্রেতারা সহজেই পণ্যটি শনাক্ত করতে পারে। এর ফলে নির্ধারিত মানের পণ্যটি তারা ক্রয় করতে পারে। এতে মালিক মহিববুল-াহও একচ্ছত্র সুবিধা পায়। তার অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ প্যাকেটের চিহ্নটি ব্যবহার বা নকল করতে পারবে না। তাই বলা যায়, উলি-খিত বিশেষ চিহ্নটি আইনের দৃষ্টিতে ট্রেডমার্ক।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত পরিস্থিতিতে জনাব মুহিববুল-াহ কর্তৃক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যর্থতার কারণ হলো পেটেন্ট নিবন্ধনের অভাব।

নতুন আবিষ্কারের মর্যাদা লাভের পাশাপাশি এর ওপর একচ্ছত্র অধিকার ভোগের জন্য আবিষ্কারককে পেটেন্ট সনদ সংগ্রহ করতে হয়। এতে বিনা অনুমতিতে অন্য কেউ পণ্যটি তৈরি, উন্নয়ন, ব্যবহার ও বিক্রি করতে পারে না।

উদ্দীপকে জনাব মুহিববুল-াহ দীর্ঘদিন গবেষণা করে এক ধরনের নতুন ধান বীজ উদ্ভাবন করেন। ট্রেডমার্ক ব্যবহার করে তিনি ধান বীজ বিক্রি করেন। একটি অসাধু বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান তার উদ্ভাবিত বীজের অনুরূপ ধানের বীজ নকল করে বাজারজাত করছে। কিন্তু যথাযথ প্রমাণের অভাবে মুহিববুল-াহ উক্ত প্রতিষ্ঠানের বির“দ্ধে কোনো আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারেন না।

জনাব মুহিববুল-াহ তার নতুন ধান উদ্ভাবন পদ্ধতির পেটেন্ট নিবন্ধন করেননি। পণ্যটি পেটেন্ট আইনে নিবন্ধন করলে অন্য কেউ এরূপ বীজ উদ্ভাবন বা নকল করতে পারত না। কিংবা নকল করলে প্রতিকার পাওয়া যেত। পেটেন্ট না থাকায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও আদালত তা গ্রহণ করবে না। তাই বলা যায়, পেটেন্ট নিবন্ধনের অভাবে জনাব মুহিববুল-াহ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছেন।

প্রশ্ন ▶৯ জনাব আব্দুল মান্নান 'বাংলাদেশ ও ব্যবস্থাপনা' নামক একটি বই লিখেন। 'অহনা প্রকাশনী' বইটির গ্রন্থস্বত্ব কিনে নেয়। বইটি পাঠক সমাজে খুবই সমাদৃত হওয়ায় চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। 'তিশা প্রকাশনী' বইটির কভার পৃষ্ঠা ও বিষয়বস্তুর সামান্য পরিবর্তন করে হুবহু প্রকাশ করে। ফলে অহনা প্রকাশনীর বিক্রয় হ্রাস পায়। 'অহনা প্রকাশনী' ক্ষতিপূরণ ও প্রতিকার চেয়ে 'তিশা প্রকাশনী'র বির“দ্ধে মামলা করে। *[রা. বো. ১৬]*

ক. ট্রেডমার্ক কী? ১

খ. 'বিমা হচ্ছে সদ্বিশ্বাসের চুক্তি'– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'অহনা প্রকাশনীর' গ্রন্থস্বত্ব ক্রয় ব্যবসায়ের কোন আইনের সাথে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো 'অহনা প্রকাশনী' আইনের মাধ্যমে তার ক্ষতিপূরণে সক্ষম হবে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো প্রতিষ্ঠান বা এর পণ্যের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করার জন্য যে বিশেষ চিহ্ন, প্রতীক, শব্দ বা লোগো ব্যবহার করা হয় তাকে ট্রেডমার্ক বলে।

খ চূড়ান্ড় স্বদ্বিশ্বাস বলতে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসের সম্পর্ক থাকা বোঝায়।

বিমা ক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতা বিমার বিষয়বস্তু সম্পর্কে গুর“ত্বপূর্ণ তথ্য বিমাকারীকে অবহিত করে। বিমাকারী বিমা চুক্তির শর্তসমূহ সম্পূর্ণভাবে বিমাগ্রহীতাকে জানায়। এতে উভয়পক্ষ ধরে নেয় প্রয়োজনীয় সব তথ্য তারা একে অপরকে অবহিত করেছে। এ বিশ্বাসের মাধ্যমে তাদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয় বলে বিমা চুক্তিকে চূড়ান্ড় সদ্বিশ্বাসের চুক্তি বলা হয়।

গ উদ্দীপকের 'অহনা প্রকাশনী'র গ্রন্থস্বত্ব ক্রয় ব্যবসায়ের কপিরাইট আইনের সাথে সম্পর্কিত।

কপিরাইটের মাধ্যমে লেখক বা শিল্পী কর্তৃক তার সৃষ্টকর্মের ওপর একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থায়ী আইনগত অধিকার দেওয়া হয়। এর উদ্দেশ্য নকল করা থেকে প্রকৃত লেখক, শিল্পী বা স্বত্বাধিকারীকে ক্ষতির হাত হতে রক্ষা করা।

উদ্দীপকে জনাব আব্দুল মান্নান 'বাংলাদেশ ও ব্যবস্থাপনা' নামক বই লিখেন। 'অহনা প্রকাশনী' বইটির গ্রন্থস্বত্ব কিনে নেয়। বইটি পাঠক সমাজে খুবই সমাদৃত হওয়ায় চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। 'অহনা প্রকাশনীর' গ্রন্থস্বত্ব ক্রয়ের মাধ্যমে জনাব আব্দুল মান্নান শর্ত অনুযায়ী অর্থ পাবেন। আবার এ বইটি শুধু 'অহনা প্রকাশনী' প্রকাশ এবং বিক্রয় করতে পারবে, অন্য কোনো প্রকাশনী নকল করলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে, যা কপিরাইট আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং, 'অহনা প্রকাশনীর' গ্রন্থস্বত্ব ক্রয় ব্যবসায়ের কপিরাইট আইন সম্পর্কিত।

ঘ আমি মনে করি 'অহনা প্রকাশনী' আইনের মাধ্যমে তার ক্ষতিপূরণ আদায়ে সক্ষম হবে।

কপিরাইট নিবন্ধকের অফিসে কোনো কর্মের প্রণেতা, প্রকাশক বা কপিরাইটের স্বত্বাধিকারী নিবন্ধন করতে পারে। ফলে কপিরাইট আইনের বিঘ্ন ঘটলে উক্ত ব্যক্তি আইনগত প্রতিকার পাবেন।

উদ্দীপকে 'বাংলাদেশ ও ব্যবস্থাপনা' বইটি গ্রন্থস্বত্ব 'অহনা প্রকাশনী' কিনে নেয়। 'তিশা প্রকাশনীর' বইটির কভার পৃষ্ঠা ও বিষয়বস্তুর সামান্য পরিবর্তন করে হুবহু প্রকাশ করে। এতে অহনা প্রকাশনীর বিক্রয় হ্রাস পায়। তাই 'অহনা প্রকাশনী' ক্ষতিপূরণ ও প্রতিকার চেয়ে আদালতে তিশা প্রকাশনীর বির“দ্ধে মামলা করে।

গ্রন্থস্বত্বটি 'অহনা প্রকাশনী' কপিরাইট আইনে নিবন্ধন করেছে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দলিলপত্রাদি আদালতে উপস্থাপন করতে হবে। তিশা প্রকাশনীর নকল কপির প্রমাণপত্রাদিও উপস্থাপন করতে হবে। তবেই আদালতের মাধ্যমে 'অহনা প্রকাশনী' ক্ষতিপূরণ পাবে।

প্রশ্ন ▶১০ জনাব কালাম মিয়া সৌদি আরবে দীর্ঘদিন একটি ওয়ার্কশপে কাজ করছিলেন। সেখান থেকে দেশে ফিরে এসে মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তার অভিজ্ঞতা দিয়ে সৌরচালিত ভিন্ন ধরনের একটি পাওয়ার টিলার আবিষ্কার করেন। তার উদ্ভাবিত যন্ত্রটি গত বছর বিজ্ঞান মেলায় প্রথম স্থান অধিকার করে। আইনগত ব্যবস্থা না নেওয়ায় এ ধরনের আবিষ্কার থেকে তিনি আর্থিক সুবিধা নিতে পারেননি। কিন্তু পরবর্তীতে একটি প্রতিষ্ঠান যন্ত্রটি নকল করে বাজারজাত করতে থাকে এবং জনগণের নিকট থেকে ব্যাপক সাড়া পায়। পিতার আবিষ্কারের স্বত্ব রক্ষার্থে পুত্র মি. সোহান যথানিয়মে তা নিয়ন্ত্রণের জন্য সংশি-ষ্ট দপ্তরে আবেদন করেন। *[দি. বো. ১৬]*

ক. কপিরাইট কী? ১

খ. আইএসও-এর গুরুত্ব আলোচনা করো। ২

গ. জনাব কালামের কী ধরনের আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন ছিল তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. সোহান কি পিতার আবিষ্কারের স্বত্ব ফিরে পাবেন? উদ্দীপকের আলোকে তার যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক লেখক বা শিল্পীর মৌলিক ও সৃজনশীল সাহিত্য বা শিল্পকর্ম নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিক্রয়, উন্নয়ন বা ব্যবহারের একচ্ছত্র ও বিধিবদ্ধ অধিকারকে কপিরাইট বলে।

খ ISO হলো আন্তর্জাতিক মান নিয়ন্ত্রণ সংস্থা, যা কোনো উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানের পণ্য/সেবার গুণগত মান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করে সনদ প্রদান করে।

পণ্য ও সেবার শিল্প বিবরণী প্রদানের মাধ্যমে তারা আন্তর্জাতিক মানের শিল্পকে আরও দক্ষ ও কার্যকর করতে সাহায্য করে। আন্তর্জাতিক ঐকমত্য স্থাপনে তারা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বাধা দূর করে।

গ মি. কালামের যে ধরনের আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন ছিল তা হলো পেটেন্ট।

পেটেন্টের মাধ্যমে নতুন আবিষ্কৃত ও নিবন্ধিত পণ্য বা বস্তুর ওপর আবিষ্কারকের একচ্ছত্র অধিকার পাওয়া যায়। ফলে আবিষ্কারক এটি তৈরি, উন্নয়ন, ব্যবহার ও বিক্রির একক অধিকার ভোগ করেন।

উদ্দীপকের মি. কালাম মিয়া সৌদি আরবে তার কাজের অভিজ্ঞতা দিয়ে সৌরচালিত ভিন্ন ধরনের একটি পাওয়ার টিলার আবিষ্কার করেন। এটি গত বছর বিজ্ঞান মেলায় প্রথম স্থান অধিকার করে। কিন্তু আইনগত ব্যবস্থা না নেওয়াতে এ আবিষ্কার থেকে তিনি কোনো আর্থিক সুবিধা নিতে পারেননি। এক্ষেত্রে তিনি যদি পেটেন্ট নিবন্ধন করতেন তাহলে অন্য প্রতিষ্ঠান তা নকল করতে পারত না। তাই বলা যায়, মি. কালামের পেটেন্ট সনদ গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল।

ঘ মি. সোহান তার পিতার আবিষ্কারের স্বত্ব ফিরে পাবেন।

পেটেন্টের মাধ্যমে নতুন আবিষ্কৃত ও নিবন্ধিত পণ্য বা বস্তুর ওপর আবিষ্কারককে এটি একচ্ছত্রভাবে তৈরি, উন্নয়ন, ব্যবহার ও বিক্রির অধিকার দেওয়া হয়। এর ফলে আবিষ্কারক তার আবিষ্কারের সুফল ভোগ করতে পারেন ও নিরাপদ বোধ করেন।

মি. কালাম তার সৌদি আরবের কাজের অভিজ্ঞতা দিয়ে মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বে একটি সৌর পাওয়ার টিলার তৈরি করেন। তবে আইনগত ব্যবস্থা না নেওয়ায় তিনি এ থেকে কোনো আর্থিক সুবিধা পাননি। পরবর্তীতে অন্য একটি প্রতিষ্ঠান যন্ত্রটি নকল করে বাজারজাত করে ও ব্যাপক সাড়া পায়। তখন তার পুত্র মি. সোহান এ আবিষ্কারের স্বত্ব রক্ষার্থে যথানিয়মে সংশি-ষ্ট দপ্তরে আবেদন করেন।

মি. সোহান সংশি-ষ্ট দপ্তর থেকে তার পিতার আবিষ্কৃত পাওয়ার টিলারের নিবন্ধন গ্রহণ করলে একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। ফলে অন্য কেউ এটি নকল করতে পারবে না। তাই এখন পেটেন্ট সনদ গ্রহণ করে নিবন্ধন করলে স্বত্ব ফেরত পাবেন।

প্রশ্ন ▶১১ জনাব হারুন নতুন ধরনের প্রযুক্তি আবিষ্কারের মাধ্যমে নতুন টর্চলাইট উৎপাদন করেন। এ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে টর্চলাইটটি সূর্যালোক ও চন্দ্রালোকের মাধ্যমে চার্জ হয়। তিনি 'Harun Torch' নামে এ টর্চলাইট বাজারজাত করেছেন। তিনি এ নাম ও প্রতীক যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট নিবন্ধন করেন। হারুনের বন্ধু রুবেল তাকে মেধাস্বত্ব সংরক্ষণের জন্য অপর একটি আইনেও রেজিস্ট্রি করতে বলেন। *[কু. বো. ১৬]*

ক. BGMEA-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. ব্যবসায়ে সহায়ক সেবা প্রয়োজন কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উলি-খিত 'Harun Torch'-এর রেজিস্ট্রেশন কোন আইনের অধীনে করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উলি-খিত 'Harun Torch'-এর রেজিস্ট্রেশন আইন ও রুবেল কর্তৃক বর্ণিত অপর আইনের তুলনা করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক BGMEA-এর পূর্ণরূপ হলো Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association।

খ একটি ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনায় সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যে সেবার প্রয়োজন পড়ে, তাকে ব্যবসায়ে সেবা বলে।

ব্যবসায় করতে অনেক কিছু জানতে হয়। অনেকের সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন পড়ে। এখানে নানা ধরনের নিয়ম ও বাধ্যবাধকতা থাকে, যা প্রতিষ্ঠানের মান্য করার প্রয়োজন পড়ে। এসব নিয়ম পালন করতে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সেবার দরকার হয়। এসব কারণে ব্যবসায়ের সহায়ক সেবার দরকার হয়।

গ উদ্দীপকের 'Harun Torch'-এর রেজিস্ট্রেশন ট্রেডমার্ক আইনের অধীনে করা হয়েছে।

ট্রেডমার্ক হলো পণ্য বা ব্যবসায়ের এমন কোনো স্বতন্ত্রসূচক বৈশিষ্ট্য, চিহ্ন বা প্রতীক, যা সকলের নিকট ব্যবসায় বা পণ্যকে পরিচিত করে তোলে এবং এর মালিকের একচ্ছত্র অধিকার নির্দেশ করে। ট্রেডমার্ক একটি পণ্যকে সমজাতীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পণ্য হতে পৃথক করে।

উদ্দীপকে হারুন নতুন ধরনের প্রযুক্তি আবিষ্কারের মাধ্যমে নতুন টর্চলাইট উৎপাদন করেন। এ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে টর্চলাইট সূর্যালোক ও চন্দ্রালোকের মাধ্যমে চার্জ হয়। তিনি 'Harun Torch' নামে এ টর্চলাইট বাজারজাত করেছেন এবং এ নাম ও প্রতীক যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট নিবন্ধন করেন। এ নাম ও প্রতীক তার টর্চলাইটকে বাজারের অন্যান্য টর্চলাইট থেকে আলাদা করবে। সুতরাং, 'Harun Torch'-এর রেজিস্ট্রেশন স্পষ্টতই ট্রেডমার্ক আইনের অধীনে সম্পন্ন হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের 'Harun Torch'-এর রেজিস্ট্রেশন আইন হলো ট্রেডমার্ক আইনের অধীন এবং রুবেল কর্তৃক বর্ণিত আইন হলো পেটেন্ট আইনের অধীন।

ট্রেডমার্কের মাধ্যমে পণ্য বা সেবাকে অন্যদের থেকে আলাদা করা যায়। স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসূচক চিহ্ন, নকশা বা প্রতীকের মাধ্যমে এটি করা হয়। অন্যদিকে পেটেন্ট হলো নতুন আবিষ্কৃত ও নিবন্ধিত পণ্য বা বস্তুর ওপর আবিষ্কারকের একচ্ছত্র অধিকার, যার মাধ্যমে তিনি এটি তৈরি, উন্নয়ন, ব্যবহার ও বিক্রির একক অধিকার ভোগ করেন।

জনাব হারুন নতুন ধরনের প্রযুক্তি আবিষ্কার করেন 'Harun Torch' নামে বিশেষ ধরনের টর্চলাইট উৎপাদন করেন, যা সূর্যালোক ও চন্দ্রালোকের মাধ্যমে চার্জ হয়। তিনি এ নাম ও প্রতীক যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট নিবন্ধন করেন। কিন্তু হারুনের বন্ধু তাকে মেধাস্বত্ব সংরক্ষণের জন্য পেটেন্ট আইনেও রেজিস্ট্রি করতে বলেন।

পেটেন্ট আইনে সরকার জনাব হারুনকে তার টর্চলাইট আবিষ্কারের স্বীকৃতিস্বরূপ অনুমোদন দিবে। তাই তার অনুমতি ছাড়া এ টর্চলাইট কেউ উৎপাদন কিংবা বিক্রি করতে পারবে না। এতে জনাব হারুনের আবিষ্কৃত মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ হবে।

প্রশ্ন ▶১২ জনাব কাশেম একজন স্বনামধন্য লেখক। সম্প্রতি তার লেখা নিবন্ধিত একটি বই বাজারে পাঠকদের মাঝে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। বইয়ের কাটতি দেখে মি. আলম তার প্রকাশনা থেকে জনাব কাশেমকে না জানিয়ে বইটি পুনঃপ্রকাশ করে বাজারে ছাড়েন। এতে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং মি. আলমের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। *[চ. বো. ১৬]*

ক. BIMSTEC কী? ১

খ. EU কেন গঠন করা হয়েছিল? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মি. আলম বাংলাদেশের প্রচলিত কোন ব্যবসায়িক আইন লঙ্ঘন করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব কাশেম কি দেওয়ানি আইনের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ পাবেন? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ডসহ সাতটি দেশ নিজেদের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে উন্নয়নের জন্য যে উপআঞ্চলিক জোট গঠন করেছে তাকে বিমসটেক বলে।

খ ইইউ-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

ইইউ একটি স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্থা। ইউরোপসহ বিশ্বের অর্থনীতি ও রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ, সদস্য দেশগুলোর মধ্যে একক মুদ্রার প্রচলন, মুক্তবাজার সৃষ্টি, নিরাপত্তা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে এ সংস্থাটি গঠন করা হয়। কৃষি, মৎস্য, খাদ্য, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিও এর অন্যতম কাজ।

গ জনাব আলম বাংলাদেশে প্রচলিত ব্যবসায়িক আইন 'কপিরাইট' লঙ্ঘন করেন।

কপিরাইটের মাধ্যমে সাহিত্য কর্ম, নাট্যকর্ম, সংগীত, চলচ্চিত্র ছবি বা শব্দ রেকর্ড করা, শিল্প কর্ম, চিত্রকর্ম, ভাস্কার্য, স্থাপত্য, কলা ইত্যাদি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির ওপর লেখকের অধিকার সংরক্ষণ করা যায়। বুদ্ধিবৃত্তিক সব সম্পত্তি কপিরাইট চুক্তির মাধ্যমে বাজারজাত করা যায়। কপিরাইটের মাধ্যমে মেধা সম্পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হলে উদ্যোক্তা ক্ষতি হতে রক্ষা পান।

উদ্দীপকে জনাব কাশেম একজন স্বনামধন্য লেখক। সম্প্রতি তার লেখা নিবন্ধিত একটি বই বাজারে পাঠকের মাঝে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। বইয়ের জনপ্রিয়তা দেখে মি. আলম লেখকের অনুমতি না নিয়ে পুনঃপ্রকাশ করে বাজারে ছাড়েন। এতে জনাব কাশেম আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হন। জনাব কাশেমের বইটি অনুমতি না নিয়ে পুনঃপ্রকাশ করায় মি. আলম কপিরাইট আইন ভঙ্গ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকের জনাব কাশেম দেওয়ানি আইনের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ পাবেন।

বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মের স্বত্বাধিকার সংরক্ষণ করার একটি আইন কপিরাইট। কপিরাইট আইনের ফলে লেখক আর্থিক এবং সামাজিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পান। কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে নিবন্ধিত কোনো বইয়ের পুনঃপ্রকাশ বা আংশিক কপি করে বাজারে ছাড়ে তবে তিনি কপিরাইট আইন লঙ্ঘনকারী।

উদ্দীপকের জনাব আলম কপিরাইট আইন লঙ্ঘন করেছেন। তিনি জনাব কাশেমের বই তাকে না জানিয়ে পুনঃপ্রকাশ করে বাজারে ছাড়েন। যেটি কপিরাইট আইনের পরিপন্থী। কপিরাইট আইন লঙ্ঘন করায় ন্যূনতম ছয় মাস থেকে চার বছরের কারাদণ্ড হতে পারে কিংবা ৫০,০০০ টাকা জরিমানা আরোপ হতে পারে।

জনাব কাশেম দেওয়ানি আইনের মাধ্যমে প্রতিকার পাবেন। কারণ, কপিরাইট আইন লঙ্ঘনের জন্য স্বত্বাধিকারীর দেওয়ানি আইনে প্রতিকার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। তিনি আদালতের দেওয়া রায় অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পাবেন। সুতরাং, বইটি কপিরাইট আইনে নিবন্ধিত হওয়ায় জনাব কাশেম দেওয়ানি আইনের অধীনে ক্ষতিপূরণ পাবেন।

প্রশ্ন ▶১৩ এম এ খালেক একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। তিনি নতুন একটি সফটওয়্যার ডেভেলপ করে তা নিবন্ধন করার পর ২০ লক্ষ টাকায় একটি বড় কোম্পানির কাছে বিক্রয় করেন। কোম্পানিটি তাদের হিসাব সংরক্ষণে ঐ সফটওয়্যার ব্যবহার করে থাকে। ১ বছর পর তিনি লক্ষ করলেন তার উদ্ভাবিত সফটওয়্যারটি অপর দুটি কোম্পানিও ব্যবহার করছে। তিনি ক্ষতিপূরণ চেয়ে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করলেন। *[সি. বো., য. বো. ১৬]*

ক. ট্রেডমার্ক কী? ১

খ. 'বিমা হচ্ছে সদ্বিশ্বাসের চুক্তি'– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. এম এ খালেকের আবিষ্কারটি কোন আইনে নিবন্ধন করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের পরিস্থিতিতে এম এ খালেক ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হবেন কি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো প্রতিষ্ঠান বা এর পণ্যের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করার জন্য যে বিশেষ চিহ্ন, প্রতীক, শব্দ বা লোগো ব্যবহার করা হয় তাকে ট্রেডমার্ক বলে।

খ চূড়ান্ত স্বদ্বিশ্বাস বলতে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে পারস্পারিক বিশ্বাসের সম্পর্ক থাকা বোঝায়।

বিমার ক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতা বিমার বিষয়বস্তু সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিমাকারীকে অবহিত করে। বিমাকারী বিমা চুক্তির শর্তসমূহ সম্পূর্ণভাবে বিমাগ্রহীতাকে জানায়। এতে উভয় পক্ষ ধরে নেয় প্রয়োজনীয় সব তথ্য তারা একে অপরকে অবহিত করেছে। এ বিশ্বাসের মাধ্যমে তাদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয় বলে বিমা চুক্তিকে চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাসের চুক্তি বলা হয়।

গ উদ্দীপকের এম এ খালেকের আবিষ্কারটি কপিরাইট আইনে নিবন্ধন করা হয়েছে।

কপিরাইট হলো সরকার কর্তৃক এক ধরনের বিধিবদ্ধ অধিকার। যার দ্বারা লেখক বা শিল্পী তার নতুন ও সৃষ্টিশীল সাহিত্য বা শিল্পকর্ম নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যবহারের একচ্ছত্র অধিকার লাভ করে থাকেন। এ আইনের মাধ্যমে গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, থিসিস, নাটক, চলচ্চিত্র, সাহিত্যকর্ম, অডিও-ভিডিও রেকর্ডিং, ফটোগ্রাফ, সফটওয়্যার ইত্যাদি কপিরাইট করা হয়।

উদ্দীপকের এম এ খালেক একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। তিনি তার ডেভেলপ করা সফটওয়্যার নিবন্ধন করেন, যা তাকে একচ্ছত্র অধিকার দিয়ে থাকে। এটি এমন একটি মেধাভিত্তিক সম্পদ, যা না করলে এম এ খালেক ক্ষতিগ্রস্ত হতেন। তিনি নিবন্ধন করেছেন বলে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সফটওয়্যারটি অন্য কেউ স্বত্বাধিকারী বলে দাবি করতে পারবে না। অন্য কেউ এটি ব্যবহার করলে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবেন। সুতরাং, এম এ খালেক তার ডেভেলপ করা সফটওয়্যারটি কপিরাইট আইনে নিবন্ধন করেছেন।

ঘ উদ্দীপকের জনাব এম এ খালেক উদ্দীপকের পরিস্থিতিতে কপিরাইট আইনের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ পাবেন।

কেউ যদি উদ্ভাবকের আবিষ্কার তার অনুমতি না নিয়ে ব্যবহার বা বিক্রি করে তবে তিনি কপিরাইট আইন লঙ্ঘনকারী। কপিরাইট আইন লঙ্ঘনকারী ন্যূনতম ছয় মাস থেকে চার বছর কারাদণ্ড অন্যথায় ৫০,০০০ টাকা জরিমানার শিকার হতে পারেন।

এম এ খালেক একটি সফটওয়্যার উদ্ভাবন করেন। তিনি একটি কোম্পানিকে সফটওয়্যারটি ব্যবহার করার অনুমতি দেন। কোম্পানিটি তাদের হিসাব সংরক্ষণে ঐ সফটওয়্যারটি ব্যবহার করছে। ১ বছর পর দেখা গেল, অন্য দুইটি কোম্পানি ঐ সফটওয়্যার ব্যবহার করছে। অন্য দুটি কোম্পানি ঐ সফটওয়্যার ব্যবহার করায় এটি কপিরাইট আইন লঙ্ঘন করার শামিল।

এম এ খালেক কোম্পানি দুটির বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেন। কপিরাইট নিবন্ধন করা থাকায় আদালত কোম্পানি দুটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিবে। তিনি আদালতের মাধ্যমে কপিরাইট আইনের অধীনে ক্ষতিপূরণ পাবেন এবং কোম্পানি দুটিকে জরিমানা প্রদান করতে হবে।

প্রশ্ন ▶১৪ পদ্মা নদীর ধারে রবিন ফার্মাসিউটিক্যাল লি.-এর কারখানা অবস্থিত। প্রতিষ্ঠানটি ভালো মানের ঔষধ উৎপাদন ও বিক্রয় করে। কারখানার অপরিশোধিত বর্জ্য সরাসরি নদীর পানির সঙ্গে মিশছে। এতে নদীর পানি ও এলাকার বায়ু দূষিত হচ্ছে। এলাকার অধিকাংশ লোক ক্ষুব্ধ হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটি দূষণ রোধে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। *[ব. বো. ১৬]*

ক. BSTI কী? ১

খ. কপিরাইট কেন প্রয়োজন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রবিন ফার্মাসিউটিক্যাল লি. কোন ধরনের আইন অমান্য করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দূষণরোধের জন্য রবিন ফার্মাসিউটিক্যাল লি. কোন ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারে? মতামত দাও। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে পণ্য বা সেবার মান নির্ধারণ, পরীক্ষণ, নিশ্চিতকরণ ও উন্নতি সাধনের কাজে নিয়োজিত সরকারি প্রতিষ্ঠানের নাম হলো BSTI।

খ লেখক বা শিল্পী তার নতুন ও সৃজনশীল কর্ম নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিক্রয়, উন্নয়ন বা ব্যবহারের একচ্ছত্র ও বিধিবদ্ধ অধিকারকে কপিরাইট বলে।

কপিরাইট নিবন্ধন করা হয় সৃষ্টিকারীর স্বত্ব রক্ষা করার জন্য। কপিরাইট আইনের অধীনে কোনো সাহিত্য, চিত্রকর্ম বা বইয়ের স্বত্বাধিকারীর স্বার্থ সংরক্ষণ করা হয় সম্পূর্ণভাবে। মূলত মালিকের স্বত্বাধিকার রক্ষা করার জন্যই কপিরাইট নিবন্ধন করা হয়।

গ উদ্দীপকের রবিন ফার্মাসিউটিক্যাল লি. পরিবেশ আইন অমান্য করেছে। পরিবেশ রক্ষার জন্য এ আইন প্রণয়ন করা হয়। পরিবেশ আইন পরিবেশকে বিভিন্ন রকম দূষণ থেকে রক্ষা করে। পরিবেশ আইন অমান্য করলে মানব জীবনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

উদ্দীপকে রবিন ফার্মাসিউটিক্যাল লি.-এর কারখানা পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত। কারখানাটির অপরিশোধিত বর্জ্য সরাসরি নদীতে ফেলা হয়। এতে নদীর পানি ও এলাকার বায়ু দূষিত হচ্ছে। পরিবেশ আইন অনুযায়ী রবিন ফার্মাসিউটিক্যাল লি.-এর উচিত ছিল বর্জ্য নদীতে না ফেলে কারখানার বর্জ্য পরিশোধনের ব্যবস্থা করা। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি তা না করে সরাসরি নদীতে ফেলে আইন অমান্য করেছে।

ঘ উদ্দীপকের রবিন ফার্মাসিউটিক্যাল লি. পানি দূষণ রোধে কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

পরিবেশের স্বাভাবিক অবস্থার বিপর্যয় হলো দূষণ। পরিবেশ দূষণের মধ্যে অন্যতম হলো পানি দূষণ। এ পানি দূষণ রোধে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়।

রবিন ফার্মাসিউটিক্যাল লি.-এর কারখানার বর্জ্য সরাসরি নদীর পানির সঙ্গে মিশছে। এতে নদীর পানি ও এলাকার বায়ু দূষিত হচ্ছে। এলাকার অধিকাংশ মানুষ ক্ষুব্ধ হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটি পানি দূষণ রোধে পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর।

এ অবস্থায় রবিন ফার্মাসিউটিক্যাল লি. বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে। এটিকে ইটিপি প্রযুক্তি বলে। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে দূষিত বর্জ্য পরিশোধন করা হয়। ফলে শোধিত বর্জ্য পানিতে মিশে পানি দূষণ রোধ করবে। এতে বায়ু দূষণও থাকবে না। সুতরাং, বর্জ্য নিষ্কাশনের মাধ্যমেই রবিন ফার্মাসিউটিক্যাল লি. পানির দূষণ রোধ করতে পারে।

প্রশ্ন ▶১৫ জনাব আলম তার জনপ্রিয় বই 'মেধা বিকাশ' প্রকাশের জন্য উত্তরা পাবলিকেশন্সের সাথে একটি চুক্তি করলেন। চুক্তি অনুযায়ী প্রকাশনাটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রয়্যালটির বিনিময়ে 'মেধা বিকাশ' মুদ্রণ বাজারজাতকরণের আইনগত অধিকার পায়। নির্দিষ্ট সময়ে রয়ালটি না পেয়ে আলম চুক্তি ভাঙার জন্য আদালতে প্রতিকার চাইলেন।

[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]

ক. BSTI কী? ১

খ. একজন উদ্যোক্তাকে কেন দূরদৃষ্টি জ্ঞানসম্পন্ন হতে হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব আলম ও উত্তরা পাবলিকেশন্সের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির নাম কী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উত্তরা পাবলিকেশন্সের ক্ষেত্রে চুক্তি ভঙ্গ করার পরিণতি কী হতে পারে বলে তুমি মনে করো? যুক্তিসহ তোমার মতামত দাও। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক BSTI হলো বাংলাদেশের পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণকারী একমাত্র সরকারি সংস্থা।

সহায়ক তথ্য

BSTI-এর পূর্ণরূপ Bangladesh Standards & Testing Institution।

খ ভবিষ্যৎ সমস্যা ও সম্ভাবনা সঠিকভাবে চিহ্নিত করে করণীয় নির্ধারণের সামর্থ্যকে উদ্যোক্তার দূরদৃষ্টি (fore-sight) বলে।

একজন উদ্যোক্তার তার ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকতে হয়। ভবিষ্যতে কী সমস্যা বা পরিস্থিতি হতে পারে তা যদি সে বুঝতে পারে তাহলে সহজেই ব্যবস্থা নিতে পারে। সাফল্য অর্জনও সহজ হয়। এজন্য উদ্যোক্তাকে দূরদৃষ্টি ও জ্ঞানসম্পন্ন হতে হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব আলম ও উত্তরা পাবলিকেশন্সের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির নাম হলো কপিরাইট।

কপিরাইটের মাধ্যমে লেখক বা শিল্পী তার সৃষ্টকর্মের ওপর একটি স্থায়ী আইনগত অধিকার পান। এটি একটি আইনগত স্বত্বে পরিণত হয়। এর উদ্দেশ্য হলো নকল করা থেকে প্রকৃত আবিষ্কারের স্বার্থ রক্ষা করা।

উদ্দীপকে জনাব আলম তার জনপ্রিয় বই 'মেধা বিকাশ' প্রকাশের জন্য উত্তরা পাবলিকেশন্সের সাথে একটি চুক্তি করলেন। চুক্তি অনুযায়ী প্রকাশনাটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রয়ালটির বিনিময়ে বইটি মুদ্রণ ও বাজারজাতকরণের আইনগত অধিকার পায়। এ চুক্তিতে লেখকদের পাশাপাশি বই প্রকাশকদের একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অধিকার সংরক্ষণের বিধান আছে। অর্থাৎ, লেখক বা শিল্পকর্মের মালিক তার অধিকার অন্যের কাছে হস্তান্তর বা বিক্রয় করতে পারে। এসব বৈশিষ্ট্য কপিরাইট চুক্তির সাথে সংগতিপূর্ণ, যা জনাব আলম ও উত্তরা পাবলিকেশন্সের মধ্যে সম্পাদিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উত্তরা পাবলিকেশন্সের ক্ষেত্রে কপিরাইট চুক্তি ভঙ্গ করার জন্য আদালত কর্তৃক শাস্তি বা জরিমানা হতে পারে বলে আমি মনে করি।

সৃজনশীল কর্মের প্রণেতা বা প্রথম স্বত্বাধিকারী তার অধিকার কপিরাইট চুক্তির মাধ্যমে অন্যের কাছে হস্তান্তর করতে পারেন। যেমন- একজন লেখক একটি বই লিখেছেন। তিনি এটি প্রকাশকের সাথে এ চুক্তির মাধ্যমে ছাপার ও পুনঃছাপার অধিকার দিতে পারেন।

উদ্দীপকে জনাব আলম তার বই 'মেধা বিকাশ' প্রকাশকের জন্য উত্তরা পাবলিকেশন্সের সাথে কপিরাইট চুক্তি করেন। এ চুক্তি অনুযায়ী প্রকাশনাটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রয়্যালটির বিনিময়ে বইটি মুদ্রণ ও বাজারজাতকরণের আইনগত অধিকার পায়। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে রয়্যালটি না পেয়ে জনাব আলম ক্ষতিগ্রস্ত হন। এখানে উত্তরা পাবলিকেশন্স কর্তৃক কপিরাইট চুক্তি ভঙ্গ করা হয়েছে।

এ চুক্তি ভঙ্গের কারণে আদালত কর্তৃক জনাব আলমের পক্ষে রায় দেয়া হবে। এক্ষেত্রে আইন ভঙ্গকারী প্রকাশনীকে কমপক্ষে ছয় মাসের কারাদণ্ড করা হতে পারে। আবার, জরিমানার ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৫০ হাজার ও সর্বোচ্চ ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড করা হতে পারে। সুতরাং, কপিরাইট আইন ভঙ্গের কারণে উত্তরা পাবলিকেশন্সের ক্ষেত্রে উক্ত পরিণতিটি হতে পারে।

প্রশ্ন ▶১৬ ঢাকার মডার্ন রাইস এজেন্সি ভিয়েতনাম থেকে চাল সংগ্রহ করে পরবর্তীতে তা প্যাকেটজাত করে মধ্যপ্রাচ্যে বিক্রয় করে। প্রতিষ্ঠানটি ভিয়েতনাম থেকে দুই হাজার মেট্রিক টন চাল আনার ফরমায়েশ প্রদান করে। কিন্তু দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে উক্ত পণ্য ঢাকায় আনার সময় নষ্ট হয়। এতে প্রতিষ্ঠানটি আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। *[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]*

ক. বিজিএমইএ কী? ১

খ. সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব ভিত্তিক ব্যবসায় কেন গড়ে উঠে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মডার্ন রাইস এজেন্সি কোন ধরনের বৈদেশিক বাণিজ্যের সাথে জড়িত? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ভবিষ্যতে মডার্ন রাইস এজেন্সিকে আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ব্যবসায় সহায়ক কোন কাজটি ভূমিকা রাখতে পারে বলে তুমি মনে করো? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারকদের স্বার্থরক্ষা ও ব্যবসায়িক উন্নয়নের জন্য যে সংস্থা কাজ করে তাকে বিজিএমইএ বলে।

সহায়ক তথ্য

BGMEA-এর পূর্ণরূপ হলো Bangladesh Garments Manufacturers & Exporters Association।

খ সরকারি-বেসকারি যৌথ অর্থায়নে ও সহযোগিতায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায় কার্যক্রমকে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব ভিত্তিক (Public Private Partnership) ব্যবসায় বলে।

অবকাঠামো নির্মাণ, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেবা প্রতিষ্ঠান গঠনে এ ব্যবসায় কার্যকর। এতে সরকারি ও বেসরকারি উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন হয়। তাছাড়া সরকারের আর্থিক চাপ হ্রাস পায়। বেসরকারি বিনিয়োগকারীরাও লাভবান হয়। আর উভয়ের প্রচেষ্টায় কাজও ফলপ্রসূ হয়। এজন্যই এ ব্যবসায় গড়ে ওঠে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত মডার্ন রাইস এজেন্সি বৈদেশিক বাণিজ্যের পুনঃরপ্তানি কাজের সাথে জড়িত।

এক দেশ থেকে পণ্য আমদানির পর তা অন্য দেশে রপ্তানির মাধ্যমে পুনঃরপ্তানি বাণিজ্য সংঘটিত হয়। সাধারণত উৎপাদনকারী দেশের সাথে আমদানিকারক দেশের সরাসরি ব্যবসায়িক সম্পর্ক না থাকলে সেক্ষেত্রে এ ব্যবসায় করা হয়। এখানে রপ্তানিকারক দেশটি মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে।

উদ্দীপকে মডার্ন রাইস এজেন্সি ভিয়েতনাম থেকে চাল সংগ্রহ করে ঢাকায় আনে। এরপর তা প্যাকেটজাত করা হয়। প্যাকেটজাত চাল পরবর্তীতে আবার মধ্যপ্রাচ্যে বিক্রয় করে। এখানে, পণ্য আমদানির পর তা আবার রপ্তানি করা হয়েছে। আর মডার্ন রাইস এজেন্সি রপ্তানিকারক হিসেবে ভিয়েতনাম (উৎপাদক) ও মধ্যপ্রাচ্যের (আমদানিকারক) মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের কাজ করেছে। এ কাজটি পুনঃরপ্তানির সাথে সংগতিপূর্ণ। তাই বলা যায়, মডার্ন রাইস এজেন্সিতে পুনঃরপ্তানির মাধ্যমেই বৈদেশিক বাণিজ্য করা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত ভবিষ্যতে মডার্ন রাইস এজেন্সিকে আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার জন্য ব্যবসায় সহায়ক 'বিমা'-এর কাজটি ভূমিকা রাখতে পারে বলে আমি মনে করি।

বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে প্রিমিয়ামের বিনিময়ে ও পণ্যের ঝুঁকির বিপরীতে বিমাচুক্তি করা হয়। এক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতাকে বিমা কোম্পানি ভবিষ্যতে ক্ষতির আর্থিক নিশ্চয়তা দেয়। এতে বিমাগ্রহীতা চিন্তামুক্ত থাকে।

উদ্দীপকে ঢাকার মডার্ন রাইস এজেন্সি পুনঃরপ্তানি বাণিজ্যের সাথে জড়িত। প্রতিষ্ঠানটি ভিয়েতনাম থেকে দুই হাজার মেট্রিক টন চাল আনার ফরমায়েশ প্রদান করে। কিন্তু দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে উক্ত পণ্য ঢাকায় আনার সময় নষ্ট হয়। এতে প্রতিষ্ঠানটি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এ ধরনের ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য বিমা ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রতিষ্ঠানটি যদি পণ্যের বিমা করে রাখতো তাহলে এর ক্ষতির জন্য বিমা কোম্পানি সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিত। এতে তাদের ব্যবসায় আর্থিক ক্ষতি হতো না। তারা ক্ষতিপূরণের অর্থ দিয়ে ব্যবসায়ের কাজ চালিয়ে যেতে পারতো। সুতরাং, আর্থিক ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য বিমা করা যেতে পারে।

প্রশ্ন ▶১৭ নলসিটির সৌরব মিয়া একজন মোটর মেকানিক ছিলেন। দীর্ঘ বছর এ কাজ করতে গিয়ে তিনি গাড়ির যন্ত্রপাতি সম্পর্কে অনেক দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি দেশীয় পদ্ধতিতে গাড়ির ব্রেক সু তৈরির সিদ্ধান্ত নিলেন। এসব যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আনতে গিয়ে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হয়। তিনি প্রাথমিক অবস্থায় ব্যাপক অর্থসংকট ও বাধার সম্মুখীন হলেও একসময় তার জীবনে সাফল্য বয়ে আসে। তার উদ্ভাবিত নতুন ও স্বতন্ত্র এ মেশিনের জন্য সরকার থেকে পুরস্কার লাভ করেন এবং 'শাপলা ব্রেক ট্রেডিং' নামের অনুমোদন নিয়ে সিলমোহরকরণ করেন। তার এ সাফল্য দেখে নবাবপুরের সিরাজ মিয়া 'শাপলা ব্রেক ট্রেডিং'-এর ফরমুলা ব্যবহার করে বাজারে পণ্য ছাড়েন, যা সৌরব মিয়ার ব্যবসায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং তিনি আদালতের আশ্রয় নেন। *[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল ঢাকা]*

ক. ISO কী? ১

খ. BSTI এর কাজ কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সৌরব মিয়ার 'শাপলা ব্রেক ট্রেডিং'-এর কর্মকাণ্ড কোন আইনগত দিকের সাথে সম্পর্কিত? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. শাপলা ব্রেক ট্রেডিং কর্তৃক জনাব সিরাজের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আন্তর্জাতিকভাবে পণ্যের মান ও ব্যবস্থাপনার মানের সনদ প্রদানকারী সংস্থাকে ISO বলে।

সহায়ক তথ্য

ISO এর পূর্ণরূপ হলো International Organization for Standardization।

খ বাংলাদেশের পণ্যের মান নিশ্চিত করার জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানকে BSTI বলে।

প্রতিষ্ঠানটি পণ্যের উৎপাদক ও বিক্রেতা যেন নির্ধারিত মান মেনে চলে তা নিয়ে কাজ করে। পণ্যের ওজন, ভর, আয়তন প্রভৃতি বিষয়ে সরকারকে সহায়তা করে। এছাড়াও আমদানি ও রপ্তানিকৃত পণ্যের প্রয়োজনীয় পরীক্ষা রিপোর্ট দেয়।

সহায়ক তথ্য

BSTI এর পূর্ণরূপ হলো Bangladesh Standards & Testing Institution।

গ সৌরভ মিয়ার শাপলা ব্রেক ট্রেডিং-এর কর্মকাণ্ড পেটেন্ট জাতীয় আইনের সাথে সম্পর্কিত।

পেটেন্ট বলতে কোন পণ্যের আবিষ্কৃত ও উদ্ভাবিত পণ্যের ওপর একক অধিকারকে বুঝায়। এর ফলে আবিষ্কারক পণ্যটি তৈরি, উন্নয়ন, ব্যবহার ও বিক্রয়ের একক অধিকার পান। এটি একটি মেধাবৃত্তিক সম্পদ।

উদ্দীপকে সৌরব মিয়া একজন মোটর মেকানিক ছিলেন। তিনি দেশীয় পদ্ধতিতে গাড়ির ব্রেক সু তৈরির সিদ্ধান্ত নিলেন। তার উদ্ভাবিত নতুন ও স্বতন্ত্র মেশিনের জন্য সরকার থেকে তিনি পুরস্কার পান। শাপলা ব্রেক ট্রেডিং নামে অনুমোদন নিয়ে সিলমোহরকরণ করেন। এ ধরনের পণ্যের আবিষ্কারক সরকারের সাথে চুক্তির ফলে সুফল ভোগ করেন। উদ্ভাবকরা নতুন পণ্য আবিষ্কারের প্রতি উৎসাহিত হন। তারা আবিষ্কৃত পণ্যের নিরাপত্তা দিতে পারেন। তাই বলা যায়, সৌরব মিয়ার শাপলা ব্রেক ট্রেডিং সরকারের সাথে পেটেন্ট চুক্তি করেছে।

ঘ শাপলা ব্রেক ট্রেডিং কর্তৃক ট্রেডমার্ক জনাব সিরাজের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া যৌক্তিক।

ট্রেডমার্কের মূল বিষয় হলো একটি পণ্য অন্য পণ্য থেকে ভিন্ন। এটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে বুঝায়। এ চিহ্ন বা প্রতীকের কারণে সকলের কাছে পণ্যটি সহজেই পরিচিতি পায়।

উদ্দীপক সৌরব মিয়া 'শাপলা ব্রেক ট্রেডিং' নামের অনুমোদন নিয়ে সিলমোহরকরণ করেন। তার এ সাফল্য দেখে নবাবপুরের সিরাজ মিয়া শাপলা ব্রেক ট্রেডিং-এর ফরমুলা ব্যবহার করেন। ফলে সৌরব মিয়ার ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ট্রেডমার্ক পণ্য নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক নয়। তবে ট্রেডমার্ক নিবন্ধন থাকলে আইনগত প্রতিকার পাওয়া যায়। নিবন্ধিত ট্রেডমার্ক হলে আইনগত প্রতিকার দাবি করা যায় না। যেহেতু সৌরব 'শাপলা ব্রেক ট্রেডিং'-এর অনুমোদন নিয়েছেন, তাই তিনি প্রতিকার পাবেন।

ট্রেডমার্ক নিবন্ধন করলে সাত বছর পর্যন্ত আইনগত অধিকার ভোগ করা যায়। পরে নবায়ন করে দশ বছর পর্যন্ত আইনগত অধিকার পাওয়া যায়। এ সময়ের মধ্যে অন্য কেউ ব্যবহার করলে তার বিরুদ্ধে মামলা করে প্রতিকার পাওয়া যায়। সুতরাং, শাপলা ব্রেক ট্রেডিং কর্তৃক জনাব সিরাজের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া যৌক্তিক বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶১৮ রক্তিম একজন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী। তার চিত্রকর্ম দেশে বিদেশে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। সম্প্রতি তার একটা ছবিতে বুড়িগঙ্গা নদীতে কারখানার বর্জ্য নিষ্কাশনের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এ ধরনের পরিবেশদূষণের অসংখ্য ছবি তিনি এঁকেছেন। তিনি তার এ সব সৃষ্টিকর্মের স্থায়ী আইনগত অধিকার নিশ্চিত করার কথা ভাবছেন। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]*

ক. পেটেন্ট কী? ১

খ. পরিবেশদূষণ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রক্তিমের ছবিতে কোন ধরনের পরিবেশদূষণের চিত্র ফুটে উঠেছে বলে তুমি মনে করো? এর ভয়াবহতা সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে রক্তিমের সৃষ্টিকর্মের ওপর কীভাবে আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে বলে তুমি মনে করো? তার এই চিন্তার যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পেটেন্ট হলো নতুন আবিষ্কৃত পণ্যের ওপর আবিষ্কারকের একক অধিকার অর্জনের জন্য সরকারের সাথে সম্পাদিত চুক্তি।

খ প্রাকৃতিক বিভিন্ন উপাদানের (মাটি, পানি, বায়ু ইত্যাদি) সাথে জীবনের স্বাভাবিক ভারসাম্য কোনো কারণে ব্যাহত হলে তাকে পরিবেশদূষণ বলে।

ক্ষতিকর রাসায়নিক ও বিষাক্ত পদার্থের মাধ্যমে পরিবেশ দূষিত হয়। এ দূষণ মানুষ, জীবজন্তু এবং তাদের পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। এর কারণে মানুষের স্বাভাবিক চলাফেরা বা জীবনযাপনে বাধা সৃষ্টি হয়।

গ উদ্দীপকে রক্তিমের ছবিতে পরিবেশের পানি দূষণের চিত্র ফুটে উঠেছে বলে আমি মনে করি।

পানিতে ক্ষতিকর উপাদান (বিষাক্ত ও বর্জ্য পদার্থ) মিশে পানি দূষণ হয়। এতে পানি ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এর ফলে জলজ প্রাণী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মানুষও বিভিন্ন পানিবাহিত রোগে (টাইফয়েড, আমাশয়, পোলিও ইত্যাদি) আক্রান্ত হয়।

উদ্দীপকে রক্তিম একজন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী। সম্প্রতি তার আঁকা একটি ছবিতে নদীতে কারখানার বর্জ্য নিষ্কাশনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। নদীর পানিতে এসব ক্ষতিকর বর্জ্য মিশে পানি স্বাভাবিক গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট করে। এতে পানি ব্যবহারের অনুপযোগী হয়। এসব বৈশিষ্ট্য পানি দূষণের সাথে সম্পর্কিত। তাই বলা যায়, রক্তিমের ছবিতে পানি দূষণের চিত্রটিই ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকে রক্তিমের সৃষ্টিকর্মের ওপর কপিরাইটের মাধ্যমে আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আমি মনে করি।

কপিরাইটের উদ্দেশ্য হলো লেখক বা শিল্পীর সৃষ্টিকর্ম নকল থেকে রক্ষা করা। এর মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টিকর্মের ওপর আবিষ্কারককে স্থায়ী অধিকার দেয়া হয়। এতে তার আর্থিক স্বার্থ রক্ষা হয়।

উদ্দীপকের রক্তিম একজন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী। তার চিত্রকর্ম দেশে-বিদেশে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। তিনি পরিবেশদূষণের অসংখ্য ছবি এঁকেছেন। তিনি তার এসব সৃষ্টিকর্মের স্থায়ী আইনগত অধিকার নিশ্চিত করতে চান।

এজন্য তিনি কপিরাইট ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। এর মাধ্যমে তিনি ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি এটি ব্যবহার বা বিক্রয় করতে পারবে না। কারণ, এর ওপর শুধু প্রকৃত স্বত্বাধিকারীর একক স্বার্থ বা অধিকার থাকে। অন্য কেউ যদি এর নকল বা বিক্রয়ের চেষ্টা করে তার বিরুদ্ধে মামলা করার অধিকার তিনি পাবেন। সুতরাং, এভাবে কপিরাইট ব্যবস্থা নিয়ে রক্তিম তার সৃষ্টিকর্মের ওপর আইনগত স্থায়ী ও একক অধিকার পাবেন।

প্রশ্ন ▶১৯ বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে দিগন্ত লি.-এর কারখানা অবস্থিত। প্রতিষ্ঠানটির বর্জ্য সরাসরি নদীতে পড়ে বিধায় নদীর পানি ব্যাপক আকারে দূষিত হচ্ছে। ফলে এলাকার লোকজন প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনার ওপর ক্ষুব্ধ। মিসেস নাবিলা দিগন্ত লি.-এর বিভিন্ন পণ্যের নিয়মিত ক্রেতা। তিনি পণ্য ক্রয়ের সময় সর্বদা লক্ষ্য করেন এক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন আছে কিনা। কেননা তিনি মনে করেন এতে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা কম। *[ঢাকা কমার্স কলেজ]*

ক. ISO-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. ব্যবসায়ের আইনগত দিক সম্পর্কে জানা প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের আইন অমান্য করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মিসেস নাবিলা যে আইনগত বিষয়টি দেখে পণ্য ক্রয় করেন তার যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ISO এর পূর্ণরূপ হলো- International Organization for Standardization।

খ সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে ব্যবসায় পরিচালনার জন্য ব্যবসায়ের আইনগত দিক সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।

ব্যবসায়ের কার্যক্রম বৈধতার সাথে গঠন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য আইনের যে বিধি-বিধান রয়েছে সেগুলোকে ব্যবসায়ের আইনগত দিক বলা হয়। ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে এসকল বিধি-বিধান মেনে না চললে ব্যবসায়িক কার্যক্রম বাধার সম্মুখীন হবে এবং ক্ষেত্র বিশেষে ব্যবসায়িক কার্যক্রম অবৈধ বলে বিবেচিত হবে। তাই বলা যায়, বৈধভাবে নির্বিঘ্নে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যবসায়ের আইনগত দিক সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত দিগন্ড় লি. নামক প্রতিষ্ঠানটি পরিবেশ আইন অমান্য করেছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশের উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ রোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সকল আইন প্রচলিত আছে তাকে পরিবেশ আইন বলে। বাংলাদেশে জাতীয় পরিবেশ নীতি ১৯৯২, পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০), পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ (সংশোধিত ২০০৩) প্রচলিত আছে। এছাড়াও বাংলাদেশে প্রণীত হয়েছে জাতীয় পানিনীতি। এ সকল আইন ও নীতিমালা অনুযায়ী পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর এমন কোনো কাজ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক করা যাবে না।

উদ্দীপকে দিগন্ড় লি. এর কারখানা বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। প্রতিষ্ঠানটির বর্জ্য সরাসরি নদীতে পড়ে বিধায় নদীর পানি ব্যাপক আকারে দূষিত হচ্ছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি পানি দূষণ তথা পরিবেশদূষণ ঘটাচ্ছে। এর মাধ্যমে দিগন্ড় লি. নামক প্রতিষ্ঠানটি পরিবেশ আইন অমান্য করছে।

ঘ উদ্দীপকের মিসেস নাবিলা BSTI কর্তৃক স্বীকৃতির বিষয়টি দেখে পণ্য ক্রয় করেন। তার এই কাজটি যথার্থই যৌক্তিক।

বাংলাদেশে পণ্য ও সেবার মান নির্ধারণ, পরীক্ষণ, নিশ্চিতকরণ ও উন্নতিসাধনের কাজে নিয়োজিত সরকারি প্রতিষ্ঠান হলো BSTI (Bangladesh Standards & Testing Institution.)। পণ্য বা সেবার দ্বারা ক্রেতাদের প্রত্যাশা পূরণ বা অতিক্রম করাই হলো মান। এ মান যাচাই ও মানের সনদ প্রদানের জন্য প্রত্যেক দেশেই তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বাংলাদেশে এ কাজে নিয়োজিত সরকারি প্রতিষ্ঠান হলো BSTI।

মিসেস নাবিলা দিগন্ড় লি. এর বিভিন্ন পণ্যের নিয়মিত ক্রেতা। প্রতিষ্ঠানটি বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। তাই পণ্য ক্রয়ের সময় নাবিলা লক্ষ্য রাখেন কর্তৃপক্ষ কোম্পানিটি পণ্যকে যথাযথ অনুমোদন দিয়েছে কিনা।

মিসেস নাবিলা পণ্য ক্রয়ের সময় সর্বদা লক্ষ করেন এক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন আছে কি না। তিনি মনে করেন এতে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। তিনি যেহেতু BSTI অনুমোদন দেখে পণ্য ক্রয় করেন আর BSTI অনুমোদন মান নিশ্চিত করে থাকে। তাই তার পণ্যের মানের ব্যাপারে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। এজন্য তার চিন্ড়াভাবনার যথার্থতা রয়েছে।

প্রশ্ন ▶২০ জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক হাফিজুর রহমানের প্রথম উপন্যাস "নারী" বইটি বাজারে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। রঞ্জন সাহা এই বইটি নকল করে কম দামে বাজারজাত করেন। ফলে ঔপন্যাসিক হাফিজুর রহমানের বই এর বিক্রয় কমতে থাকে। হাফিজুর রহমান রঞ্জন সাহার বির"দ্ধে আদালতের আশ্রয় নেয়। উলে-খ্য, বইটি আইনগত ভাবে মি. হাফিজুর রহমানের নামে নিবন্ধিত ছিল। *[আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]*

ক. BEPZA-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. ট্রেডমার্ক বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত রঞ্জন সাহার কার্যক্রম কোন আইনের সাথে সাংঘর্ষিক? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. হাফিজুর রহমান-এর আদালতের আশ্রয় গ্রহণের যৌক্তিকতা বিশে-ষণ করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক BEPZA-এর পূর্ণরূপ হলো Bangladesh Export Processing Zone Authority।

খ কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পণ্য বা সেবাকে অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে আলাদা করার জন্য যে নির্দিষ্ট প্রতীক ব্যবহৃত হয় তাকে ট্রেডমার্ক বলে।

ট্রেডমার্ক-এর মাধ্যমে ক্রেতাদের কাছে কোনো নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের পণ্যের ভিন্নতা প্রকাশ পায়। তারা সহজেই তাদের কাঙ্ক্ষিত পণ্য চিহ্নিত করতে পারে। এতে ক্রয় ও বিক্রয় উভয় ক্ষেত্রেই সুবিধা হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত রঞ্জন সাহার কার্যক্রম কপিরাইট আইনের সাথে সাংঘর্ষিক।

কপিরাইটের মাধ্যমে লেখক বা শিল্পী তার সৃষ্টিকর্মের ওপর একটি স্থায়ী আইনগত অধিকার পান। এটি একটি আইনগত স্বত্ব হিসেবে পরিণত হয়। এর উদ্দেশ্য নকল করা থেকে প্রকৃত আবিষ্কারকের স্বার্থ রক্ষা করা।

উদ্দীপকে জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক হাফিজুর রহমানের প্রথম উপন্যাস 'নারী' বইটি বাজারে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। রঞ্জন সাহা এই বইটি নকল করেন। এরপর কম দামে তা বাজারজাত করেন। এতে ঔপন্যাসিক হাফিজুর রহমানের বিক্রয় কমতে থাকে। বইটি হাফিজুর রহমানের নামে আইনগতভাবে নিবন্ধন করা ছিল। অর্থাৎ, এর ওপর তার একক ও স্থায়ী অধিকার বিদ্যমান। এজন্য নকলকারীর বির"দ্ধে মামলা করারও অধিকার তার আছে। এসব বৈশিষ্ট্য কপিরাইটের সাথে সংগতিপূর্ণ। তাই বলা যায়, রঞ্জন সাহা বইটি নকল করে কপিরাইট আইনই ভঙ্গ করেছেন।

ঘ আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির জন্য উদ্দীপকের হাফিজুর রহমান এর আদালতের আশ্রয় নেয়া সম্পূর্ণ যৌক্তিক হয়েছে বলে আমি মনে করি।

কপিরাইট আইন অনুযায়ী কেউ প্রকৃত লেখক বা আবিষ্কারকের পণ্য তার অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বা বিক্রয় করতে পারে না। কারণ, আইন ভঙ্গকারীকে এর জন্য শাস্ড়ি বা মামলার আওতায় আনার বিধান আছে। এজন্য আবিষ্কারক তার পণ্যের কপিরাইট নিবন্ধন করে রাখেন।

উদ্দীপকে রঞ্জন সাহা জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক হাফিজুর রহমানের 'নারী' উপন্যাস নকল করে বইটি বাজারজাত করেন। এতে হাফিজুর রহমানের আসল বই-এর বিক্রয় কমতে থাকে। তিনি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ড় হন। তাই তিনি রঞ্জন সাহার বির"দ্ধে আদালতে মামলা করেন।

কপিরাইট আইন অনুযায়ী প্রকৃত আবিষ্কারক যদি আদালতে প্রমাণ করতে পারেন যে উক্ত বিষয়ের স্বত্ব আইনগতভাবে নিবন্ধিত ছিল, তাহলে আদালত নকলকারীর বির"দ্ধে শাস্ড়ি রায় দেন। এক্ষেত্রে হাফিজুর রহমানের বইটি কপিরাইটের মাধ্যমে নিবন্ধিত ছিল। তাই, তিনি ছাড়া অন্য কারও এটি ব্যবহার বা বিক্রয়ের অধিকার নেই। এ অবস্থায় রঞ্জন সাহা তাকে না জানিয়ে বই ছাপিয়ে আইন ভঙ্গ করেন।

এক্ষেত্রে প্রকৃত লেখক ক্ষতিগ্রস্ড় হন। তাই হাফিজুর রহমানকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এতে হাফিজুর রহমানের আর্থিক স্বার্থ রক্ষা হবে। তাই বলা যায়, তার আদালতের আশ্রয় নেয়া যৌক্তিক হয়েছে।

প্রশ্ন ▶২১ রবিন ফার্মাসিউটিক্যাল লি.-এর কারখানা পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত। প্রতিষ্ঠানটি ভালো মানের ওষুধ উৎপাদন করে। কারখানার অপরিশোধিত বর্জ্য সরাসরি নদীর পানিতে মিশে। ফলে নদীর পানি ও বায়ু দূষিত হচ্ছে। এলাকার মানুষ রবিন ফার্মাসিউটিক্যালসের কারখানা অপসারণের দাবি জানায়। *[আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]*

ক. ব্যবসায় নৈতিকতা কাকে বলে? ১

খ. বণিক সমিতি বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রবিন ফার্মাসিউটিক্যাল লি. কোন ধরনের আইন অমান্য করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ব্যবসায়েরে সামাজিক দায়বদ্ধতার দৃষ্টিকোণ থেকে রবিন ফার্মাসিউটিক্যাল লি. দূষণরোধে কী ব্যবস্থা নিতে পারে বলে তুমি মনে করো? মতামত দাও। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ন্যায়-অন্যায় মেনে চলা বা ভালোকে গ্রহণ ও মন্দকে বর্জন করে চলাই হলো ব্যবসায় নৈতিকতা।

খ কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের বা দেশের ব্যবসায়ীগণ নিজেদের স্বার্থে ও ব্যবসায়িক উন্নয়নের জন্য একত্রিত হয়ে যে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে তাকে বণিক সমিতি বলে।

এ সমিতি সদস্যদের স্বার্থ রক্ষায় নিজেদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে। এছাড়া বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ, সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করে প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হয়। তাই এ সমিতি সর্বত্রই অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

গ উদ্দীপকে রবিন ফার্মাসিউটিক্যাল লি. পরিবেশ আইন অমান্য করেছে।

পরিবেশের সাথে প্রাণীজগৎ ও তার পারিপার্শ্বিকতার ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষার জন্য পরিবেশ আইন প্রণীত হয়েছে। এই আইন ব্যবসায়ীদের জন্য সবচেয়ে বেশি কার্যকর। কারণ তাদের কার্যক্রমই পরিবেশকে সবচেয়ে বেশি দূষিত করে। তাই, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিবেশদূষণের বিষয়টি এখন সমগ্র বিশ্বেই সমালোচনার বিষয়।

উদ্দীপকে রবিন ফার্মাসিউটিক্যাল লি.-এর কারখানা পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত। প্রতিষ্ঠানটি ভালো মানের ওষুধ উৎপাদন করে। কিন্তু কারখানার অপরিশোধ্য বর্জ্য সরাসরি নদীর পানিতে মিশে। ফলে নদীর পানি ও বায়ু দূষিত হচ্ছে। নদীর পানি ও বায়ু পরিবেশেরই অংশ। অর্থাৎ, এখানে পরিবেশই দূষণ হচ্ছে। আর পরিবেশ দূষণের জন্য আইনও প্রণীত আছে। এ আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটির উচিত ছিল বর্জ্য নদীতে না ফেলে তা পরিশোধনের ব্যবস্থা করা। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি এটি না করে সরাসরি নদীতে বর্জ্য ফেলছে যা পরিবেশ আইনকে অমান্য করছে। তাই বলা যায়, রবিন ফার্মাসিউটিক্যাল লি. পরিবেশ আইনই অমান্য করেছে।

ঘ ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতার দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্দীপকের রবিন ফার্মাসিউটিক্যাল লি. পরিবেশ দূষণরোধে কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পদক্ষেপ নিতে পারে বলে আমি মনে করি।

পরিবেশের স্বাভাবিক অবস্থার বিপর্যয় হলো পরিবেশ দূষণ। বর্তমানে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এর দূষণ সবচেয়ে বেশি হচ্ছে। এ দূষণ প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া উচিত। এতে মানুষের সাথে পরিবেশের স্বাভাবিক ভারসাম্য বজায় থাকবে।

উদ্দীপকে রবিন ফার্মাসিউটিক্যাল লি.-এর কারখানার বর্জ্য সরাসরি নদীর পানির সঙ্গে মিশছে। এতে নদীর পানি ও এলাকার বায়ু দূষিত হচ্ছে। এলাকার অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ড় হওয়ায় তারা কারখানা অপসারণের দাবি জানায়।

এ অবস্থায় প্রতিষ্ঠানটি বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে। এটিকে 'ইটিপি' প্রযুক্তি বলে। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে দূষিত বর্জ্য পরিশোধন করা হয়। ফলে শোধিত বর্জ্য পানিতে মিশে পানি দূষণ রোধ করবে। এতে বায়ু দূষণও থাকবে না। সুতরাং, বর্জ্য নিষ্কাশনের মাধ্যমে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি দূষণ রোধ করতে পারে।

প্রশ্ন ▶২২ মি. মণ্ডল ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীর পাড়ের মানুষ। কখন কী ঘটে যায় এ ভেবে তিনি বিমা কোম্পানির সাথে চুক্তি করেছেন। তার মৃত্যু হলে তার স্ত্রী দশ লক্ষ টাকা পাবেন। তিনি কিস্ড়ি দিয়ে চলেছেন। মি. মণ্ডল নিজের ব্যাপারে সচেতন হলেও তার কারখানাতে তিনি বর্জ্য শোধন যন্ত্রপাতি বসাননি। তরল বর্জ্য নদীতে ফেলছেন। প্রাণীর জীবন ও পরিবেশ যে হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে তিনি বুঝতে চাইছেন না। *[নরসিংদী সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. ট্রেডমার্ক কী? ১

খ. কপিরাইট বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মি. মণ্ডল কোন ধরনের বিমা চুক্তি করেছেন? তা বুঝিয়ে বলো। ৩

ঘ. মি. মণ্ডলের সৃষ্ট দূষণ তার নিজের জন্য ক্ষতিকর- এ বক্তব্য কী সমর্থনযোগ্য? যুক্তি দাও। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো প্রতিষ্ঠান বা এর পণ্যের ভিন্নতা প্রকাশ করার জন্য যে বিশেষ চিহ্ন, প্রতীক, শব্দ বা লোগো ব্যবহার করা হয় তাকে ট্রেডমার্ক বলে।

খ লেখক বা শিল্পী কর্তৃক তার সৃষ্টিকর্মের ওপর একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থায়ী আইনগত অধিকারকে কপিরাইট বলে।

কপিরাইট একটি আইনগত ধারণা। এর উদ্দেশ্য হলো সৃষ্টিকর্ম নকল করা থেকে রক্ষা করে প্রকৃত লেখক, শিল্পী বা স্বত্বাধিকারীর স্বার্থ সুরক্ষা করা। কপিরাইট আইন মোতাবেক একজন উদ্ভাবক তার বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির ওপর পূর্ণ অধিকার লাভ করেন। সাধারণত বই, প্রবন্ধ, নৃত্য, সংগীত কৌশল ইত্যাদি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ কপিরাইটের আওতাভুক্ত।

গ মি. মণ্ডল জীবন বিমা চুক্তি করেছেন।

মানুষের জীবনে বিদ্যমান বিভিন্ন ক্ষয়ক্ষতি বা ঝুঁকি থেকে রক্ষার জন্য জীবন বিমা করা হয়। এ বিমা হলো বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে নিশ্চয়তার চুক্তি। কারণ নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে বিমাগ্রহীতার মৃত্যু হোক বা না হোক বিমাকারী নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বিমাগ্রহীতার আর্থিক ক্ষতিপূরণ করে থাকে।

উদ্দীপকে মি. মণ্ডল ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীর পাড়ের মানুষ। ভবিষ্যতে কখন কী ঘটে যায় এ ভেবে তিনি বিমা কোম্পানির সাথে চুক্তি করেছেন। এক্ষেত্রে তার মৃত্যু হলে তার স্ত্রী দশ লক্ষ টাকা পাবেন। এই কারণে তিনি উক্ত চুক্তি অনুযায়ী বিমাকারীকে কিস্ড়ি দিয়ে থাকেন। উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো প্রমাণ করে মি. মণ্ডল জীবন বিমা চুক্তি সম্পাদন করেছেন। কারণ জীবন বিমা চুক্তিতেও নির্দিষ্ট হারে কিস্ড়ি প্রদান করতে হবে এবং বিমাগ্রহীতার মৃত্যুর পর তার মনোনীত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ পায়।

ঘ উদ্দীপকে মি. মণ্ডলের সৃষ্ট পানি দূষণ তার নিজের জন্য ক্ষতিকর এ বক্তব্যটি সমর্থনযোগ্য।

পানি দূষণের ফলে পানির অস্বাভাবিকতায় প্রাণীজগৎ ও সৃষ্টিকুলের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। এই পানি দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ হলো ব্যবসায় কর্মকাণ্ড।

উদ্দীপকে মি. মণ্ডল ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ব্যবসায় করেন। সেখানে তার একটি কারখানা আছে। তিনি তার কারখানায় কোনো বর্জ্য শোধন যন্ত্রপাতি বসাননি। ফলে তার কারখানার সমগ্র তরল বর্জ্য নদীতে ফেলে পানি দূষণ করছে। এতে প্রাণীর জীবন ও পরিবেশ যে হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে তিনি তা বুঝতে চাইছেন না।

উদ্দীপকে মি. মণ্ডল পানি দূষণের সাথে জড়িত। এই দূষণের ফলে তিনি নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। কারণ ঢাকায় পানির চাহিদা মিটানোর জন্য বুড়িগঙ্গা নদীর পানি শোধনের মাধ্যমে ব্যবহার করা হচ্ছে। মি. মণ্ডল বুড়িগঙ্গা নদীর পাড়ের মানুষ। তাদের এবং তার পরিবারের প্রয়োজনে এই পানি ব্যবহার করতে হচ্ছে। এ ছাড়াও নদী দূষণের ফলে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। যা মানুষের জন্য যেমন ক্ষতিকর তার জন্যও ক্ষতিকর। তাই বলা যায়, মি. মণ্ডলের সৃষ্ট পানি দূষণ তার জন্য ক্ষতিকর –উক্তিটি সমর্থনযোগ্য।

প্রশ্ন ▶২৩ ঢাকা শহরে উচ্চশব্দে গাড়ির বিরক্তিকর হর্ন বাজানোর ফলে প্রায়ই শিশুদের শ্রবণশক্তির সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এছাড়া অনেক রোগীর অধিকতর অসুস্থতা দেখা দিচ্ছে। এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য সরকার আইন করলেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। *[রাজবাড়ী সরকারি কলেজ]*

ক. বায়ু দূষণ কী? ১

খ. পানি দূষণ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. কোন সমস্যার কারণে শব্দ দূষণ কমছে না? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "আইনের সঠিক প্রয়োগই পারে শব্দ দূষণ বন্ধ করতে" যথার্থতা ব্যাখ্যা করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বায়ুতে যখন স্বাভাবিক উপাদানের বাইরে নানান ধরনের ধোঁয়া, গ্যাস, সিসা, ধুলাবালি যুক্ত হয় তখন তাকে বায়ু দূষণ বলে।

খ পানিতে ক্ষতিকর উপাদান মিশ্রিত হয়ে তা ব্যবহারের অনুপযোগী হওয়াকে পানি দূষণ বলে।

পানি দূষণের অন্যতম কারণ ব্যবসায় কর্মকাণ্ড। শিল্পবর্জ্য, তরল ময়লা পানিতে ফেলে দেয়া হয়। কৃষকরা ফসলে অতিমাত্রায় কীটনাশক ব্যবহার করে। ফলে পানি মানুষের ব্যবহারের উপযোগী থাকে না।

গ সরকারি নীতিমালা না মানার কারণে শব্দ দূষণ কমছে না।

৫০ ডেসিবেল পর্যন্ত শব্দ স্বাস্থ্যকর। এর চেয়ে উচ্চশব্দ জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এছাড়া ১২০-১৪০ ডেসিবেল শব্দে মানুষের কানে সমস্যা হয়।

উদ্দীপকে ঢাকা শহরে উচ্চস্বরে গাড়ির বিরক্তিকর হর্ন বাজানোর ফলে প্রায়ই শিশুদের শ্রবণশক্তির সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এছাড়া অনেক রোগীর অধিকতর অসুস্থতা দেখা দিচ্ছে। গাড়ির হর্ন কতটুকু হবে তা নির্ধারণে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। কলকারখানার অবস্থান অনুযায়ী শব্দ নিয়ন্ত্রণ আইন রয়েছে। একটি হাসপাতালের সামনে হর্ন বাজানো নিষেধ আছে। সরকারের এ শব্দ নিয়ন্ত্রণ আইন না মানার কারণে শিশুসহ সকল শ্রেণির মানুষের শ্রবণশক্তির সমস্যা হচ্ছে। যদি গাড়িচালক এই বিধিমালা মেনে চলত তাহলে এ ধরনের সমস্যা হতো না। তাই বলা যায়, সরকারের আইন অবজ্ঞা করার কারণে এই সমস্যা হচ্ছে।

ঘ 'আইনের সঠিক প্রয়োগই পারে শব্দ দূষণ বন্ধ করতে' –আমি এ বক্তব্যের একমত।

শিল্প কারখানার কর্মকাণ্ডের ফলে তীব্রমাত্রায় শব্দ দূষণ হচ্ছে। যানবাহনের বিরক্তকর হর্নের কারণেও শব্দ দূষণ হয়ে থাকে। উদ্দীপকে গাড়ির হর্ন উচ্চ শব্দে বাজানোর ফল প্রায়ই শিশুদের শ্রবণ শক্তির সমস্যা দেখা দিচ্ছে। রোগীর আরও অসুস্থতা দেখা দিচ্ছে। এ অবস্থা হতে মুক্তির জন্য সরকার আইন করলেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। শব্দ দূষণ বন্ধ করতে হলে শব্দ দূষণের আইন যথাযথ পালন করতে হবে। যে সকল ব্যক্তিবর্গ এ আইন লঙ্ঘিত করবে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শব্দ দূষণের ক্ষতিকর দিক তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে। যারা শব্দ দূষণ আইন অমান্য করবে তাদের আইনের আওতায় এনে শাস্তি দিতে হবে। এভাবে শব্দ দূষণ বন্ধ করা সম্ভব হবে আমি মনে করি বলে।

প্রশ্ন ▶২৪ জনাব অনিমেষ একজন বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক। সাম্প্রতিক সময়ে তার দুটি ছবি আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হলেও সিনেমা হলে ছবি মুক্তি পাওয়ার পর দেখা গেল দর্শক সংকট। তবে প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই তার ছবি দুটির সিডি পাওয়া যায়। অথচ তার জন্য তিনি কোনো অর্থ পাননি। তাই তিনি হতাশ হয়ে সিডি প্রকাশকের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা করলেন। *[বিয়াম মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]*

ক. পেটেন্ট কী? ১

খ. পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে BSTI-এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. বাংলাদেশে প্রচলিত কোন ব্যবসায়িক আইনের লঙ্ঘন করে সিডি প্রকাশকরা সিডি বিক্রয় করছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব অনিমেষ কি দেওয়ানি আইনের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ পাবেন? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করো। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পেটেন্ট হলো নতুন আবিষ্কৃত পণ্যের ওপর একক অধিকার লাভের জন্য আবিষ্কারক ও সরকারের মধ্যে সম্পাদিত একটি চুক্তি।

খ বাংলাদেশের পণ্যের মান নির্ধারণ, পরীক্ষা ও মান নিশ্চিত করার জন্য যে সরকারি প্রতিষ্ঠান কাজ করছে তাকে BSTI (Bangladesh Standards & Testing Institution) বলে।

পণ্য ও সেবার বিষয়ে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক মানের সাথে দেশি মান নির্ধারণ করে BSTI। এ প্রতিষ্ঠান দৈর্ঘ্য, ওজন, ভার, আয়তন এবং শক্তির পরিমাপ বিষয়েও বাংলাদেশি পণ্যের মান প্রতিষ্ঠা করে। এছাড়া পণ্য আমদানি ও রপ্তানিতেও মান নির্ধারণ করে। এভাবে পণ্য মান নিয়ন্ত্রণে BSTI ভূমিকা রাখে।

গ বাংলাদেশ প্রচলিত কপিরাইট আইনের লঙ্ঘন করে সিডি প্রকাশকরা সিডি বিক্রয় করছেন।

কপিরাইটের মাধ্যমে লেখক বা শিল্পী তার সৃষ্টকর্মের ওপর একটি স্থায়ী আইনগত অধিকার পান। এটি একটি আইনগত স্বত্ব হিসেবে পরিণত হয়। এর উদ্দেশ্য নকল করা থেকে প্রকৃত আবিষ্কারকের স্বার্থ রক্ষা করা।

উদ্দীপকে জনাব অনিমেষ একজন বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক। সাম্প্রতিক সময়ে তার দুটি ছবি আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। ছবি মুক্তি পাওয়ার পর সিনেমা হলে দর্শক সংকট তৈরি হয়। কারণ প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই তার ছবি দুটির সিডি পাওয়া যাচ্ছে। অথচ এর জন্য তিনি কোনো অর্থ পাননি। তাকে না জানিয়েই ছবি দুটি প্রকাশকরা সিডি আকারে দর্শকদের কাছে বিক্রয় করেছে। এতে প্রকৃত আবিষ্কারক হিসেবে জনাব অনিমেষের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়েছে। অর্থাৎ তিনি কপিরাইট আইনের মাধ্যমে তার পণ্য সংরক্ষণ করেননি বলে ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। সুতরাং, সিডি প্রকাশকরা এ কপিরাইট আইনই ভঙ্গ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে জনাব অনিমেষ কপিরাইটের দেওয়ানি আইনের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ পাবেন না।

কপিরাইট আইন অনুযায়ী কেউ প্রকৃত আবিষ্কারকের পণ্য তার অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বা বিক্রি করতে পারে না। কারণ আইনভঙ্গকারীকে এর জন্য শাস্তি বা মামলার আওতায় আনার বিধান আছে। কিন্তু

আবিষ্কারক যদি তার পণ্যের কপিরাইট না করেন তাহলে অন্য কেউ এটি বিক্রয় করলেও তিনি মামলা করে প্রতিকার পান না।

উদ্দীপকের জনাব অনিমেষের মুক্তিপ্রাপ্ত দুটি ছবি আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয়। তার ছবি দুটির সিডি প্রতিটি বাড়িতেই পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এর জন্য তিনি কোনো অর্থ পাননি। তাই তিনি হতাশ হয়ে সিডি প্রকাশকের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা করেন।

জনাব অনিমেষের ছবি দুটি কপিরাইট করা ছিল না। সিডি প্রকাশকরা যদি প্রমাণ করতে সমর্থ হয় যে, স্বত্ব বা আইন লঙ্ঘনের তারিখে কপিরাইট বিদ্যমান ছিল না তাহলে আদালত জনাব অনিমেষের বিপক্ষে রায় দিবেন। তাই বলা যায়, জনাব অনিমেষ মামলা করলেও কোনো ক্ষতিপূরণ পাবেন না।

প্রশ্ন ▶২৫ শফিকুল ইসলাম উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের কয়েকটি বই রচনা করে ইতোমধ্যেই বেশ সুনাম অর্জন করেছেন। কয়েক বছর যাবৎ সাফল্যের সাথে ব্যবসায় পরিচালনাও করেন। অন্য একটি প্রকাশনী তার দুটো বই প্রায় হুবহু নকল করে বাজারে ছাড়ার ফলে তার বইয়ের চাহিদা হ্রাস পায়। আগে থেকে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় শফিকুল ইসলাম কোনো প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন নি।

[কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর]

ক. পেটেন্ট কী? ১

খ. ট্রেডমার্ক নিবন্ধনের প্রধান সুবিধা কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. শফিকুল ইসলামের রচিত বইগুলো কোন ধরনের সম্পদের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. নকল প্রতিরোধে শফিকুল ইসলাম কীভাবে প্রতিকার পেতে পারেন বলে তুমি মনে করো? যুক্তিসহ সুপারিশ করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পেটেন্ট হলো নতুন আবিষ্কৃত পণ্যের এককভাবে ব্যবহার, বিক্রয় ও উন্নয়নের জন্য আবিষ্কারক ও সরকারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি।

খ কোনো উদ্যোক্তা বা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য বা সেবাকে অন্যের উৎপাদিত পণ্য থেকে পৃথক করার জন্য যে মার্ক বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাকে ট্রেডমার্ক বলে।

ট্রেডমার্ক রেজিস্টার্ড মালিককে একক অধিকার প্রদান করে। অন্য কোনো কোম্পানি এ মার্ক বা প্রতীক ব্যবহার করলে তার বিরুদ্ধে ট্রেডমার্ক নকল করার দায়ে আদালতে মামলা করে ক্ষতিপূরণ আদায় করা যায়। তাই ট্রেডমার্কের নিবন্ধনের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

গ উদ্দীপকে শফিকুল ইসলামের রচিত বইগুলো মেধাসম্পদের অন্তর্ভুক্ত।

সৃজনশীল ব্যক্তি তার মেধা ও মননশীলতা প্রয়োগ করে মেধাসম্পদ সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে তার অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ তার মেধাসম্পদ ব্যবহার করতে পারে না। গল্প, নাটক, উপন্যাস, চলচ্চিত্র, ফটোগ্রাফি, সফটওয়্যার মেধাসম্পদের উদাহরণ।

উদ্দীপকে শফিকুল ইসলাম উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের কয়েকটি বই রচনা করে ইতোমধ্যেই বেশ সুনাম অর্জন করেছেন। তিনি তার সৃজনশীল চিন্তা ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে এই বই রচনা করেন। তিনি এই বই বাজারজাতকরণ ও নামকরণে একক অধিকারী। তিনি নিজেস্ব মেধাকে কাজে লাগিয়ে এই বইগুলো রচনা করেন; যা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ বা মেধাসম্পদের বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, শফিকুল ইসলামের রচিত বইগুলো মেধা সম্পদের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ নকল প্রতিরোধে শফিকুল ইসলাম কপিরাইট আইনে বইগুলো নিবন্ধন করে প্রতিকার পেতে পারেন বলে আমি মনে করি।

লেখক বা শিল্পীর সৃষ্টিকর্ম যাতে কেউ নকল করতে না পারে সেজন্য কপিরাইট নিবন্ধন করা আবশ্যক। কপিরাইট নিবন্ধন করা না হলে যে কেউ এটি নকল করতে পারে। এক্ষেত্রে আদালতে মামলা করে এর ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায় না।

উদ্দীপকে শফিকুল ইসলাম উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের কতগুলো বই রচনা করে বাজারজাতকরণ করে। বর্তমানে অন্য একটি প্রকাশনী তার দুটো বই প্রায় হুবহু নকল করে বাজারে ছাড়ে। এক্ষেত্রে তিনি প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা হিসেবে কপিরাইট নিবন্ধন করতে পারেন।

কপিরাইট নিবন্ধনের মাধ্যমে লেখক তার সৃষ্টি কর্মের ওপর একক অধিকার লাভ করেন। কোনো প্রতিষ্ঠান যদি তার এ সৃষ্টিকর্ম নকল করে তবে লেখক আদালতে মামলা দায়ের করতে পারেন। সেক্ষেত্রে আদালত শাস্তিস্বরূপ জরিমানা এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা করে। শফিকুল ইসলাম এ কপিরাইট আইনের আওতায় তার লেখা বই নিবন্ধন করলে অন্য কেউ এটি নকল করতে পারবে না। আর করলে তিনি আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করত পারবেন। তাই বলা যায়, নকল প্রতিরোধ শফিকুল ইসলামকে কপিরাইট নিবন্ধন করা উচিত।

প্রশ্ন ▶২৬ জনাব সালাম একজন শিল্পপতি ও একই সাথে গবেষকও বটে। তিনি ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে একটি সিমেন্টের কারখানা স্থাপন করেন। কারখানাটির বর্জ্য নদীতেই নিঃসরণ হয়। দীর্ঘদিন গবেষণা করে সম্প্রতি তিনি সিমেন্ট তৈরির একটি অত্যাধুনিক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। এ পদ্ধতি ব্যবহার করে স্বল্প জ্বালানি ব্যয়ে উৎপাদন আগের তুলনায় বহুগুণ বাড়ানো সম্ভব। তাই বৈধভাবে নিজের একচেটিয়া অধিকার রক্ষার জন্য সম্প্রতি তিনি উদ্যোগ নিয়েছেন।

[কুমিল্লা কমার্স কলেজ]

ক. ট্রেডমার্ক কী? ১

খ. বাংলাদেশের পণ্যমান নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানকে কী বলে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে জনাব সালামের নিজের অধিকার রক্ষায় কোন আইনের সহায়তা নিয়েছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব সালামের কর্মকাণ্ডে নৈতিকতার মানদণ্ডে মূল্যায়ন করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পণ্যকে অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে আলাদা করার জন্য যে চিহ্ন ব্যবহৃত হয় তাকে ট্রেডমার্ক বলে।

খ বাংলাদেশের পণ্যমান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানকে BSTI (Bangladesh Standards & Testing Institution.) বলে।

পণ্য ও সেবার বিষয়ে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক মানের সাথে দেশি মান নির্ধারণ করে BSTI। দৈর্ঘ্য, ওজন, ভার, আয়তন ও শক্তির পরিমাপ বিষয়েও মান প্রতিষ্ঠা করে এ প্রতিষ্ঠান। পণ্য আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রেও এ প্রতিষ্ঠানের মান নিয়ন্ত্রণ করার কাজটি ভূমিকা রাখে।

গ উদ্দীপকে জনাব সালাম নিজের অধিকার রক্ষায় পেটেন্ট আইনের সহায়তা নিয়েছেন।

পেটেন্টের মাধ্যমে নতুন আবিষ্কৃত ও নিবন্ধিত পণ্যের ওপর আবিষ্কারককে একক অধিকার দেয়া হয়। এর ফলে তিনি এটি তৈরি, উন্নয়ন, ব্যবহার ও বিক্রয়ের একক অধিকার ভোগ করেন। এটি একটি আইনগত বিষয়। এর অনুপস্থিতির কারণে প্রকৃত আবিষ্কারক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। তাই নতুন আবিষ্কৃত পণ্যের জন্য পেটেন্ট চুক্তি করতে হয়।

উদ্দীপকে জনাব সালাম একজন শিল্পপতি ও গবেষক। দীর্ঘদিন গবেষণা করে সম্প্রতি তিনি সিমেন্ট তৈরির একটি অত্যাধুনিক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। এ পদ্ধতি ব্যবহার করে স্বল্প জ্বালানি ব্যয় করে

উৎপাদন বহুগুণ বাড়ানো সম্ভব। তার এ আবিষ্কারটি একদম নতুন ও অভিনব। এর ওপর তার স্বার্থ বিদ্যমান। তাই এর ওপর নিজের একচেটিয়া অধিকার রক্ষার জন্য তিনি উদ্যোগ নিয়েছেন। এতে অন্য কেউ এটি ব্যবহার বা বিক্রয়ের অধিকার পাবে না। এটি পেটেন্ট আইনের সাথে সংগতিপূর্ণ। সুতরাং, জনাব সালাম নিজের অধিকার রক্ষায় উক্ত আইনের সহায়তাই নিয়েছেন।

ঘ পরিবেশ দূষণ হওয়ায় বা পরিবেশ আইন অমান্য করায় উদ্দীপকের জনাব সালামের কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ অনৈতিক।

পরিবেশের সাথে প্রাণীজগতের ও তার পারিপার্শ্বিকতার ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষার জন্য পরিবেশ আইন প্রণীত হয়েছে। এ আইন ব্যবসায়ীদের জন্য সবচেয়ে বেশি কার্যকর। কারণ, তাদের কার্যক্রমই পরিবেশকে সবচেয়ে বেশি দূষিত করে। তাই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিবেশ দূষণের বিষয়টি এখন সমগ্র বিশ্বেই আলোচনার বিষয়।

উদ্দীপকে শিল্পপতি জনাব সালাম ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে একটি সিমেন্টের কারখানা স্থাপন করেন। এই কারখানার বর্জ্য নদীতেই নিঃসরণ হয়।

নদীর পানিতে বর্জ্য মিশছে বলে পানি ও বায়ু উভয়ই দূষিত হচ্ছে। অর্থাৎ, পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। এতে এলাকার মানুষ ও পশুপাখির জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। কারখানাটির কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল বর্জ্য নদীতে না ফেলে বর্জ্য পরিশোধনের ব্যবস্থা করা। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি পরিবেশের এ আইন না মেনে সরাসরি বর্জ্য নদীতে ফেলছে। সুতরাং জনাব সালাম কর্তৃক পরিবেশ আইন অমান্য করা হচ্ছে; যা নৈতিকতার মানদণ্ডে সম্পূর্ণ অনৈতিক কাজ।

প্রশ্ন ▶ ২৭ জনাব জসিম একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক। কর্ণফুলী নদীর অদূরে তার শিল্প কারখানাটি অবস্থিত। কখন কী ঘটে যায় এই ভেবে তিনি একটি বিমা কোম্পানির পলিসি গ্রহণ করেন। বিমার শর্তানুযায়ী যদি তার মৃত্যু ঘটে তবে তার পরিবার ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পাবে। তিনি নিজের বিষয়ে সচেতন হলেও কারখানায় বর্জ্য শোধন যন্ত্রপাতি বসাননি। ফলে অপরিশোধিত বর্জ্য নদীতে ফেলছেন, যা প্রাণিকূল ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ও ঝুঁকিপূর্ণ। এটি তিনি বুঝতে চাচ্ছেন না।

[বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]

ক. যোগ্যতাসূচক শেয়ার কী? ১

খ. সমবায় উপবিধি বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব জসিম বিমার কোন বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে বিমা পলিসি গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব জসিম প্রাণিকূল ও পরিবেশের যে ক্ষতি করেছেন তার জন্য গৃহীত আইনি ব্যবস্থার সুপারিশ করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে নির্ধারিত সংখ্যক সাধারণ শেয়ার ক্রয় করলে কোম্পানির পরিচালক হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা যায় তাকে যোগ্যতাসূচক শেয়ার বলে।

খ সমবায় সমিতির পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়মকানুন যে দলিলে উলে-খ থাকে তাকে সমবায় উপবিধি (By-laws) বলে।

এটি সমবায়ের প্রধান দলিল। এর ভিত্তিতে সমবায় সমিতি গঠিত ও পরিচালিত হয়। এতে উলে-খ নেই এমন কোনো কাজ করা সমিতির সদস্যদের জন্য বৈধ নয়। তাই এ দলিল গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব জসিম বিমার পারিবারিক নিরাপত্তা বিধানের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিমা পলিসি গ্রহণ করেছেন।

বিমাগ্রহীতার পারিবারিক আর্থিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়া বিমার একটি উদ্দেশ্য। সাধারণত বিমা গ্রহীতার মৃত্যুতে বা বিমাকৃত সম্পত্তির ক্ষতির ক্ষেত্রে এরূপ নিরাপত্তা দেয়া হয়। মানুষ বিমার মাধ্যমে এভাবে ভবিষ্যৎ আর্থিক নিরাপত্তার ব্যাপারে নিশ্চয়তা পায়।

উদ্দীপকে জনাব জসিম তার জীবনের ঝুঁকির বিপক্ষে বিমা চুক্তি করেছেন। এর শর্তানুযায়ী তার মৃত্যুর পর তার পরিবার ১০ লক্ষ টাকা পাবেন। এতে তার পরিবার তার অনুপস্থিতিতে আর্থিক নিরাপত্তা পাবে। তার এ বিমাটি জীবনের বিপক্ষে অর্থ প্রদানের একটি নিশ্চয়তার চুক্তি যা জীবন বিমার অন্তর্ভুক্ত। এ বিমা মূলত মানুষের মৃত্যুজনিত ঝুঁকির জন্য করা হয়, যা বিমাগ্রহীতার পারিবারিক আর্থিক নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করে। সুতরাং, এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েই জনাব জসিম বিমা করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে জনাব জসিম প্রাণিকূল ও পরিবেশের দূষণের মাধ্যমে যে ক্ষতি করেছেন তার বিপক্ষে 'পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫' অনুযায়ী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

পরিবেশ দূষণ পরিবেশের স্বাভাবিক ভারসাম্যকে নষ্ট করে। এর ফলে মানুষ ও জীব-জন্তুর জীবন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এজন্য পরিবেশ সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী এসব জীবন সুরক্ষিত রাখার জন্য ব্যবস্থা নেয়া হয়।

উদ্দীপকে জনাব জসিম কর্ণফুলী নদীর তীরে শিল্প স্থাপন করেছেন। তার কারখানার সমস্ত অপরিশোধিত বর্জ্য নদীতে ফেলেন। এর ফলে প্রাণিকুল ও পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। তার এ পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

প্রথমত, পরিবেশ যাতে দূষণ না হয় সে ব্যাপারে জনাব জসিমের কাছে আদালতের মাধ্যমে নোটিশ দিতে হবে। নোটিশ পাওয়ার পরও তিনি দূষণ সম্পর্কে সচেতন না হলে তার বিরুদ্ধে জরিমানা নির্ধারণ করা যেতে পারে। প্রয়োজনে তার বিরুদ্ধে মামলাও করা যাবে। এভাবেই পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে জনাব জসিমকে পরিবেশ দূষণ থেকে বিরত রাখা যেতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ২৮ জনাব মিজান চৌধুরী একজন কৃষিবিজ্ঞানী। মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি নতুন ধরনের উচ্চফলনশীল ধান আবিষ্কার করেন। এ ধরনের আবিষ্কার থেকে তিনি আর্থিকভাবে লাভবান হতে না পারলেও নিজ পুত্রকে তার স্বত্ব দিয়ে যান। বেশকিছু প্রতিষ্ঠান ঐ ধরনের বীজ উৎপাদন করে কৃষকদের কাছে বীজ বিক্রি করে ব্যাপক মুনাফা অর্জন করতে লাগলো। পিতার আবিষ্কারের স্বত্ব রক্ষার্থে জনাব মিজান চৌধুরীর পুত্র ইমতিয়াজ যথানিয়মে তা নিবন্ধনের জন্য দরখাস্ত করলেন।

[কক্সবাজার সরকারি কলেজ; জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]

ক. কপিরাইট কী? ১

খ. ট্রেডমার্ক নিবন্ধন করা প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. কোন আইনগত পদক্ষেপের অনুপস্থিতির কারণে মিজান চৌধুরীর আবিষ্কারের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়নি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ইমতিয়াজ কি জনাব মিজান চৌধুরীর স্বত্ব ফিরে পাবেন? উত্তরে যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক লেখক বা শিল্পী কর্তৃক তার সৃষ্টকর্মের ওপর একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থায়ী আইনগত অধিকারকে কপিরাইট বলে।

খ কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পণ্য বা সেবাকে অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে আলাদা করার জন্য যে নির্দিষ্ট প্রতীক ব্যবহৃত হয় তাকে ট্রেডমার্ক বলে।

ট্রেডমার্ক নিবন্ধিত হলে মালিক এর একক অধিকার পায়। অন্য কোনো কোম্পানি এর নির্দিষ্ট প্রতীক ব্যবহার করলে তার বিরুদ্ধে মামলা করা

যায়। ক্ষতিপূরণও আদায় করা যায় যা কোম্পানির আর্থিক স্বার্থরক্ষা করে। তাই ট্রেডমার্ক নিবন্ধন করা প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকে পেটেন্টের আইনগত পদক্ষেপের অনুপস্থিতির কারণে মিজান চৌধুরীর আবিষ্কারের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়নি।

পেটেন্টের মাধ্যমে নতুন আবিষ্কৃত ও নিবন্ধিত পণ্য বা বস্তুর ওপর আবিষ্কারককে একক অধিকার দেওয়া হয়। এর ফলে তিনি এটি তৈরি, উন্নয়ন, ব্যবহার ও বিক্রয়ের একক অধিকার ভোগ করেন। এটি একটি আইনগত বিষয়। এর অনুপস্থিতির কারণে প্রকৃত আবিষ্কারক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। তাই, নতুন আবিষ্কৃত পণ্যের জন্য পেটেন্ট চুক্তি করতে হয়।

উদ্দীপকে জনাব মিজান চৌধুরী একজন কৃষিবিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি মৃত্যুর আগে নতুন ধরনের উচ্চফলনশীল ধান আবিষ্কার করেন। এ আবিষ্কার তিনি তার পুত্রকে স্বত্ব হিসেবে দিয়ে যান। বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান ঐ ধানের বীজ উৎপাদন করে কৃষকদের কাছে বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করতে শুরু করলো। এতে প্রকৃত আবিষ্কারকের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হচ্ছে। জনাব মিজান চৌধুরী তার আবিষ্কারের জন্য আইনগত ব্যবস্থা নেননি বলেই এ অবস্থা হয়েছে। এ আইনগত ব্যবস্থাটি পেটেন্ট চুক্তির সাথে সংগতিপূর্ণ। তাই বলা যায়, পেটেন্ট চুক্তির অনুপস্থিতির জন্যই মিজান চৌধুরীর আবিষ্কারের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়নি।

ঘ পেটেন্ট নিবন্ধনের মাধ্যমে উদ্দীপকে ইমতিয়াজ জনাব মিজান চৌধুরীর স্বত্ব ফিরে পাবেন বলে আমি মনে করি।

নতুন আবিষ্কৃত পণ্যের ওপর আবিষ্কারকের স্বত্ব রক্ষা করতে পেটেন্ট নিবন্ধন করা হয়। এতে অন্য কেউ এর নকল বা বিক্রয় করতে পারে না। কেউ এমন করলেও তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়া যায়। এতে প্রকৃত আবিষ্কারকের আর্থিক স্বার্থ সুরক্ষিত থাকে।

উদ্দীপকে জনাব মিজান চৌধুরী নতুন ধরনের উচ্চফলনশীল ধান আবিষ্কার করেন। তিনি মৃত্যুর আগে তার স্বত্ব তার পুত্র ইমতিয়াজকে দিয়ে যান। বেশকিছু প্রতিষ্ঠান ঐ ধরনের বীজ উৎপাদন করে কৃষকদের কাছে বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করতে লাগলো। পিতার আবিষ্কারের স্বত্ব রক্ষার্থে ইমতিয়াজ তা নিবন্ধনের দরখাস্ত করলেন। অর্থাৎ, তিনি পেটেন্ট নিবন্ধন করার ব্যবস্থা নিয়েছেন।

উক্ত আবিষ্কৃত পণ্যের পেটেন্ট নিবন্ধন করলে নিবন্ধনের তারিখ থেকে পরবর্তী ১৬ বছর পর্যন্ত এর একক স্বত্ব বজায় থাকবে। ফলে এই সময়ের মধ্যে অন্য কেউ এর ব্যবহার বা বিক্রয় করতে পারবে না। এতে প্রকৃত আবিষ্কারক হিসেবে জনাব মিজান চৌধুরী তথা ইমতিয়াজের স্বার্থ রক্ষা হবে। সুতরাং, পেটেন্ট নিবন্ধনের মাধ্যমে ইমতিয়াজ উক্ত স্বত্ব ফিরে পেতে পারেন।

প্রশ্ন ▶ ২৯ নতুন এক ধরনের আমের জুস তৈরি করে বাজারজাত করতে চায় নিপবন ফুড লিমিটেড। পরীক্ষামূলকভাবে জুস তৈরি করে সরকারের একটি সংস্থার অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটি জুসের গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য টেস্টিং ল্যাবে পরীক্ষা করছেন। মান নিশ্চিত হলে পণ্যটি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের অনুমতি দেবেন। নিপবন ফুড লিমিটেড আশা করছেন শীঘ্রই তারা অনুমোদন পাবেন। তবে বাজারজাতকরণের পূর্বেই তারা জুসের বোতলের গায়ে এমন কিছু দিতে চান যাতে গ্রাহকরা সহজেই তাদের পণ্যটি চিনতে পারে। *[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]*

ক. কপিরাইট কী? ১

খ. বিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মান পরীক্ষার দায়িত্ব কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পণ্যটির পরিচিতির জন্য করণীয় দিকটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক লেখক বা শিল্পী কর্তৃক তার সৃষ্টিকর্মের ওপর একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থায়ী আইনগত অধিকারকে কপিরাইট বলে।

খ বিমা হলো এক ধরনের চুক্তি যেখানে বিমাকারী প্রতিষ্ঠান বিমাগ্রহীতার আর্থিক ক্ষতিপূরণের দায়ভার গ্রহণ করে থাকে।

এক্ষেত্রে বিমাকারী বা বিমা প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট প্রিমিয়াম বা অর্থের বিনিময়ে বিমাগ্রহীতার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের যাবতীয় ঝুঁকি থেকে সৃষ্ট আর্থিক ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। তাই একে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয়ে থাকে।

গ মান পরীক্ষার দায়িত্ব BSTI (Bangladesh Standards & Testing Institution) প্রতিষ্ঠানের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

এটি বাংলাদেশের পণ্যের মান নির্ধারণ, পণ্য মান পরীক্ষা ও মান নিশ্চিত করার জন্য নিয়োজিত একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পণ্যের মান নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা করা।

উদ্দীপকে নিপবন ফুড লিমিটেড পরীক্ষামূলকভাবে জুস তৈরি করে সরকারের একটি সংস্থার অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি জুসের গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য এটির পরীক্ষা করছে। সরকারি এই প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ করে খাদ্য ও প্রসাধনী সামগ্রীর বেলায় মান যাচাই করে। বাংলাদেশে এ পণ্য ও সেবার মাত্র নিয়ন্ত্রণকারী একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান হলো BSTI যা খাদ্যজাত দ্রব্য পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে গুণগত মান নির্ধারণ করে। তাই বলা যায়, নিপবন ফুড লিমিটেডের মান পরীক্ষার দায়িত্ব BSTI সরকারি প্রতিষ্ঠানটির ওপর ন্যস্ত।

ঘ পণ্যটির পরিচিতির জন্য ট্রেডমার্ক ব্যবহার করা উচিত বলে আমি মনে করি।

ট্রেডমার্কের মাধ্যমে কোনো প্রতিষ্ঠান বা এর পণ্য পৃথক করার জন্য বিশেষ চিহ্ন, লোগো বা প্রতীক ব্যবহার করা হয়। এটি প্রতিষ্ঠানের ব্র্যান্ড হিসেবে পরিচিত। এটি প্রতিষ্ঠানের পণ্যকে ক্রেতার কাছে পরিচিত করে তোলে।

উদ্দীপকে নিপবন ফুড লিমিটেড নতুন এক ধরনের আমের জুস তৈরি করে বাজারজাত করতে চায়। তবে বাজারজাত করার পূর্বেই তারা জুসের বোতলের গায়ে এমন কিছু দিতে চান যা গ্রাহকদের কাছে পণ্যেটি পরিচিত করবে। এটি ট্রেডমার্কের মাধ্যমে সম্ভব।

ট্রেডমার্ক পণ্যের ব্র্যান্ড হিসেবে কাজ করে। এতে পণ্যের নকল হবার সম্ভাবনা থাকে না। ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পণ্য সম্পর্কে সবাই সহজে জানতে পারে। কারণ ব্র্যান্ড হলো পণ্যের স্বত্বগত বৈশিষ্ট্য। আর এই স্বত্বগত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে ট্রেডমার্ক। এক্ষেত্রে জুস কোম্পানিটি পণ্যের ট্রেডমার্কের মাধ্যমে পণ্যের গুণাগুণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে পারে। আর এই ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠা মানুষের কাছে জুস সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা সৃষ্টি করবে। তাই বলা যায়, পণ্যটির পরিচিতির জন্য ট্রেডমার্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রশ্ন ▶ ৩০ জনাব জমির আলী সিলেটে 'কবুতর মার্কা' সরিষার তৈল উৎপাদন করে আসছেন বহুদিন থেকে। প্রাকৃতিক সরিষা থেকে সরাসরি উৎপাদিত সরিষার তৈল গুণে ও মানে অতুলনীয় বলে দেশের সর্বত্র ব্যাপক গ্রাহক জনপ্রিয়তা লাভ করলেও তিনি সেটি সরকারের নথিভুক্ত করেননি। এদিকে কুষ্টিয়ার একটি কোম্পানি একই নামে বাজারে সরিষার তেল বাজারজাত করে। জমির আদালতের শরণাপন্ন হয়েও কোনো প্রতিকার পাননি। *[সিলেট সরকারি কলেজ]*

ক. পেটেন্ট কী? ১

খ. কপিরাইট আইন বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের জমির আলীর উৎপাদিত সরিষার তৈল, 'কবুতর মার্কা' কে কী বলে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জমির আলীর আদালতের কাছে প্রতিকার প্রার্থনা কতটুকু যুক্তিসংগত বলে তুমি মনে করো? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নতুন কোনো উদ্ভাবিত বিষয় বা পদ্ধতি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আবিষ্কারককে ব্যবহার, বিক্রয় বা উন্নয়ন করার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক অনুমোদনকৃত একক অধিকারকে পেটেন্ট বলে।

খ লেখক বা শিল্পী কর্তৃক তার সৃষ্টকর্মের ওপর একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থায়ী আইনগত অধিকারকে কপিরাইট বলে।

কপিরাইট একটি আইনগত ধারণা। এর উদ্দেশ্য হলো সৃষ্টকর্ম নকল হতে রক্ষা করে প্রকৃত লেখক, শিল্পী বা স্বত্বাধিকারীর স্বার্থ সুরক্ষা করা। কপিরাইট আইন মোতাবেক একজন উদ্ভাবক তার বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির ওপর পূর্ণ অধিকার লাভ করেন। সাধারণত বই, প্রবন্ধ, নৃত্য, সংগীত কৌশল প্রভৃতি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ কপিরাইটের আওতাভুক্ত।

গ উদ্দীপকে জমির আলীর উৎপাদিত সরিষার তৈল 'কবুতর মার্কা' দ্বারা ট্রেডমার্ক বুঝায়।

কোনো প্রতিষ্ঠানের বা এর পণ্যের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করার জন্য যে প্রতীক বা মার্কা, বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তা ট্রেডমার্ক নামে পরিচিত। এটি প্রতিষ্ঠানের ব্র্যান্ড হিসেবে কাজে লাগানো হয়। কোনো প্রতিষ্ঠানের পণ্যকে ক্রেতার কাছে এটি সহজে পরিচিত করে তোলে।

উদ্দীপকে জনাব জমির আলী 'কবুতর মার্কা' সরিষার তৈল উৎপাদন করেন। তিনি বহুদিন যাবৎ এই মার্কা বা প্রতীক তার প্রতিষ্ঠানের তেল বাজারজাতকরণে ব্যবহার করছেন। এটি অন্যান্য তেল বা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য থেকে তার প্রতিষ্ঠানকে আলাদা বা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করে যা ট্রেডমার্ক বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, জমির আলীর উৎপাদিত সরিষার তেল 'কবুতর মার্কা' ট্রের্ডমাক নামে পরিচিত।

ঘ উদ্দীপকে জমির আলী-এর আদালতের কাছে প্রতিকার প্রার্থনা অযৌক্তিক বলে আমি মনে করি।

ট্রেডমার্কের মূল উদ্দেশ্য হলো অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে এর ভিন্নতা রক্ষা করা। এ নিবন্ধন করা হলে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পণ্যকে নকল করা সম্ভব হয় না। আর নকল করলেও ক্ষতিপূরণ আদায় করা যায়। কিন্তু অনিবন্ধিত ট্রেডমার্কের ফলে আইনের কোনো সহায়তা পাওয়া যায় না।

উদ্দীপকে জমির আলী 'কবুতর মার্কা' সরিষার তেল ট্রেডমার্ক আইনের আওতায় নিবন্ধন করেন নি। এদিকে কুষ্টিয়ার একটি কোম্পানি একই নামে বাজারে সরিষার তেল বাজারজাত করে। এই সমস্যা সমাধানে জমির আলী আদালতের শরণাপন্ন হন।

নিবন্ধিত ট্রেডমার্ক নকল করা হলে আইন অনুযায়ী তার প্রতিকার পাওয়া যায়। কিন্তু অনিবন্ধিত ট্রেডমার্কের মাধ্যমে আদালতে কোনো মামলা দায়ের করা যায় না। যদি কোনো মামলা হয় তবে আদালত এর কোনো ক্ষতিপূরণ আদায় করে না অথবা কোনো সমাধান প্রদান করে না। এক্ষেত্রে জনাব জমির অনিবন্ধিত ট্রেডমার্ক এর জন্য আদালতে প্রার্থনা করে। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। তাই বলা যায়, জনাব জমির আলীর আদালতের কাছে প্রতিকার প্রার্থনা অযৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶৩১ মিসেস জামিলা পণ্য ক্রয়ে খুবই সাবধান। বিশেষ করে কোন খাদ্যজাত পণ্য ক্রয় করার সময় অবশ্যই তিনি যাচাই করেন যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন আছে কিনা। ব্র্যান্ড পণ্য কেনার প্রতি খুব আগ্রহ। এ ক্ষেত্রে নকলের সম্ভাবনা খুব কম থাকে। *[পটুয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. ট্রেডমার্ক কী? ১

খ. সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বমূলক ব্যবসায়ের সুবিধা লেখো।২

গ. উদ্দীপকে প্রথম যে সরকারি প্রতিষ্ঠানের নির্দেশ করেছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে পরবর্তী সার্ভিসটি কোন প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়? এর উন্নয়নে অপরিহার্যতা মূল্যায়ন করো। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো প্রতিষ্ঠান বা এর পণ্য ভিন্নতা প্রকাশ করার জন্য যে বিশেষ চিহ্ন, প্রতীক, শব্দ বা লোগো ব্যবহার করা হয় তাকে ট্রেডমার্ক বলে।

খ সরকারি বেসরকারি যৌথ অর্থায়নে গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায় কার্যক্রমকে সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বমূলক ব্যবসায় বলে।

সাধারণত দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও জনগণকে সেবা প্রদানের জন্য এরূপ ব্যবসায় গঠন করা হয়। সরকার বা জনগণ নির্ধারিত মূল্য, ফি বা চার্জ পরিশোধ করে এ ব্যবসায় থেকে সেবা গ্রহণ করে। যেমন– চিটাগাং এক্সপ্রেসওয়ে, মঙ্গলা অর্থনৈতিক অঞ্চল।

গ উদ্দীপকে প্রথম যে সরকারি প্রতিষ্ঠানের নির্দেশ করা হয়েছে তা হলো BSTI (Bangladesh Standards & Testing Institution.)

BSTI বাংলাদেশের পণ্যের মান নির্ধারণ, পণ্য মান পরীক্ষা ও মান নিশ্চিত করার জন্য নিয়োজিত একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। এর মূল উদ্দেশ্য হলো পণ্যের মান নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা করা।

উদ্দীপকে মিসেস জামিলা পণ্য ক্রয়ে খুবই সাবধানতা অবলম্বন করেন। বিশেষ করে কোনো খাদ্যজাত পণ্য ক্রয় করার সময় অবশ্যই তিনি যাচাই করেন যথাযথ কর্তপক্ষের অনুমোদন আছে কিনা। কর্তৃপক্ষের অনুমোদন থাকলে তিনি পণ্য ও সেবার গুণগত মান সম্পর্কে নিশ্চিত হন। বাংলাদেশে পণ্য ও সেবার এই গুণগত মান নিশ্চিত করে BSTI যা একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। তাই বলা যায়, প্রথম যে সরকারি প্রতিষ্ঠানের নির্দেশ করা হয়েছে তা হলো BSTI।

ঘ উদ্দীপকে পরবর্তী সার্ভিসটি ট্রেডমার্ক প্রতিষ্ঠানকে বোঝায় এবং এটি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ট্রেডমার্ক হলো কোনো প্রতিষ্ঠান বা এর পণ্যর পৃথকভাবে প্রকাশ করার জন্য বিশেষ চিহ্ন, লোগো বা প্রতীক। এটি প্রতিষ্ঠানের ব্র্যান্ড হিসেবে পরিচিত। এটি কোনো প্রতিষ্ঠানের পণ্যকে ক্রেতার কাছে পরিচিত করে তোলে।

উদ্দীপকে মিসেস জামিলা ব্র্যান্ড দেখে পণ্য ক্রয় করেন। পণ্যের ব্র্যান্ড দেখেই তিনি ঐ পণ্যের গুণগত মান নির্ণয় করেন। কারণ এক্ষেত্রে নকলের সম্ভাবনা কম থাকে। আর এই ব্র্যান্ডই হলো ট্রেডমার্ক।

মিসেস জামিলা ট্রেডমার্ক দেখে পণ্য ক্রয় করার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠানের পণ্য ক্রয় করতে পারেন। এতে নকল হবার সম্ভাবনা থাকে না। ট্রেডমার্ক দেখে পণ্য ক্রয় সুবিধাজনক। এছাড়াও ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলো পণ্য সরবরাহ করে ক্রেতার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করে। আর এই ট্রেডমার্ক ব্যবস্থা উন্নত করার ফলে ক্রেতারা তাদের চাহিদামতো ভেজালমুক্ত এবং গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য ক্রয় করতে পারে। তাই বলা যায়, ট্রেডমার্কের পণ্যের গুণগত মান রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶৩২ 'Bengal Meat' বর্তমানে বাংলাদেশের একটি অতি পরিচিত নাম। প্রতিষ্ঠানটি গরুর মাংস প্রক্রিয়াজাত করে 'Bengal Meat' নামে বাজারজাত করে। প্রতিষ্ঠানটি এশিয়ার বিভিন্ন দেশে তার পণ্য বিক্রয় করতে চাচ্ছে কিন্তু তার জন্য আন্তর্জাতিক মান নিয়ন্ত্রণকারী একটি সংস্থার স্বীকৃতি প্রয়োজন। *[ড. মাহবুবুর রহমান মোল-া কলেজ, ঢাকা]*

ক. পরিবেশ দূষণ কী? ১

খ. বিমা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. 'Bengal Meat' নামটি ব্যবসায়ের কোন আইনগত দিকের সাথে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে মান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার কার্যকারিতা মূল্যায়ন করো। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের সাথে জীবনের যে স্বাভাবিক ভারসাম্য বিদ্যমান, কোনো কারণে তা ব্যাহত হলে এবং পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়লে তাকেই পরিবেশ দূষণ চলে।

খ বিমা হলো বিমাগ্রহীতা ও বিমাকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি যেখানে বিমাকারী বিমাগ্রহীতাকে নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য ঝুঁকি বা বিপদে ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হয়।

ব্যবসায়ে সর্বদা ঝুঁকি থাকে। বিমা ঝুঁকিগত প্রতিবন্ধকতা দূর করে। তাই বিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয়। এটি আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে ব্যবসায়কে রক্ষা করে।

গ 'Bengal Meat' নামটি ব্যবসায়ের ট্রেডমার্ক আইনের সাথে সম্পর্কিত।
ট্রেডমার্ক হলো কোনো পণ্যের স্বতন্ত্রতা প্রকাশ করার জন্য বিশেষ চিহ্ন, লোগো, নাম, শব্দ বা প্রতীক। এটি প্রতিষ্ঠানের ব্র্যান্ড হিসেবে পরিচিত। এটি প্রতিষ্ঠানের নামে ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠা করে।
উদ্দীপকে 'Bengal Meat' বর্তমানে বাংলাদেশের একটি পরিচিত নাম। এই নাম দ্বারা প্রতিষ্ঠানটি নিজের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করে। অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান এই নাম ব্যবহার করতে পারবে না। কারণ, 'Bengal Meat' নামটি ট্রেডমার্ক আইনের আওতায় নিবন্ধিত। এ আইনের আওতায় প্রতিষ্ঠানটি একক অধিকার ভোগ করে। অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান এই নাম ব্যবহার করলে 'Bengal Meat' আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। সুতরাং বলা যায়, 'Bengal Meat' নামটি ব্যবসায়ের ট্রেডমার্ক আইনের সাথে জড়িত।

ঘ উদ্দীপকে আন্তর্জাতিক মান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাটি হলো ISO (International Organization for Standardization) যা মান নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।
ISO হলো আন্তর্জাতিক মান নিয়ন্ত্রণ সংস্থা। এটি কোনো উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের পণ্য বা সেবার গুণগত মান পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করে সনদ প্রদান করে। এ সনদ অর্জনের মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠানের পণ্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হয়।
উদ্দীপকে 'Bengal Meat' নামে প্রতিষ্ঠানটি গরুর মাংস বাজারজাত করে। প্রতিষ্ঠানটি এশিয়ার বিভিন্ন দেশে তার পণ্য বিক্রয় করতে চাচ্ছে। কিন্তু তার জন্য আন্তর্জাতিক মান নিয়ন্ত্রণকারী একটি সংস্থার স্বীকৃতি প্রয়োজন। সেটি হলো- ISO।
এটি পণ্য ও সেবার মান পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পণ্যের গুণগত মান নির্ধারণ করে। ISO-9000 সামগ্রিক মানদন্ডকে বোঝায়। ISO-9001 মান সংক্রান্ত ২০টি দিকের ওপর দৃষ্টিপাত করে। এছাড়াও ISO-9004 অন্যান্য মানদন্ড ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকে। এই সংস্থাটি ক্রেতাদের আস্থা ও সুনাম অর্জনে পণ্যের গুণগত মান প্রতিষ্ঠা করে। 'Bengal Meat' এই সংস্থার কার্যকারিতা মূল্যায়ন করে আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ISO মান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার কার্যকারিতা অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶৩৩ জনাব তুষার দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করে নতুন জাতের গম উদ্ভাবন করেন। কম সময়ে এর ভালো ফলন হবে বলে স্বীকৃতি পান। তার সহকর্মীরা তাকে আইনগতভাবে নিবন্ধন করে নেবার পরামর্শ দেন যা গ্রহণ করার পর ঐ গম তার গবেষণালব্ধ ফসল হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছে। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে এর সুফল পাবেন। *[রাজশাহী সরকারি সিটি কলেজ]*

ক. কপিরাইট কী? ১
খ. 'বিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয় কেন"- ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে জনাব তুষার আইনগতভাবে কি নিবন্ধন করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জনাব তুষার দীর্ঘ সময়ের জন্য সুফল পাবেন- এ সম্পর্কে মতামত দাও। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো লেখক বা শিল্পীর নতুন আবিষ্কৃত পণ্য নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিক্রয় বা ব্যবহারের একক অধিকারকে কপিরাইট বলে।

খ বিমা এমন একটি চুক্তি যেখানে বিমাকারী বিমাগ্রহীতার ভবিষ্যৎ আর্থিক ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে।
বিমা গ্রহীতার সম্পত্তির ঝুঁকি বিমাকারী প্রিমিয়ামের বিপরীতে গ্রহণ করে। ভবিষ্যতে এ সম্পত্তির কোনো ক্ষতি হলে বিমাকারী চুক্তি অনুযায়ী আর্থিক ক্ষতি পূরণ করে। তাই বিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব তুষার আইনগতভাবে পেটেন্ট নিবন্ধন করেন
নতুন আবিষ্কারের মর্যাদা লাভের পাশাপাশি এর ওপর একক অধিকার ভোগের জন্যই পেটেন্ট নিবন্ধন করা হয়। নতুন আবিষ্কার ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করার জন্য এ সুবিধা দেয়া হয়। এতে অন্য কেউ এর ব্যবহার, নকল বা বিক্রয় করতে পারে না। ফলে আবিষ্কারকের স্বার্থ রক্ষা হয়।
উদ্দীপকে জনাব তুষার দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করে নতুন জাতের গম উদ্ভাবন করেন। কম সময়ে এর ভালো ফলন হবে বলে তিনি স্বীকৃতি পান। তিনি আইনগতভাবে তার আবিষ্কারটি নিবন্ধন করেন। এর ফলে ঐ গম তার গবেষণালব্ধ ফসল হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছে। এর ওপর তার একক আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসব বৈশিষ্ট্য পেটেন্ট চুক্তির সাথে সম্পর্কিত। তাই বলা যায়, জনাব তুষার আইনগতভাবে পেটেন্ট নিবন্ধন করেন।

ঘ পেটেন্ট নিবন্ধনের কারণে উদ্দীপকে জনাব তুষার দীর্ঘ সময়ের জন্য সুফল পাবেন বলে আমি মনে করি।
এর মাধ্যমে একজন উদ্ভাবক প্রথমেই তার কাজের আইনগত স্বীকৃতি পান। এছাড়া অন্যদের হস্তক্ষেপ ছাড়াই তিনি নিরাপদে এর ব্যবহার, ভোগ বা বিক্রয় করতে পারেন। ফলে তার আইনগত স্বার্থ রক্ষা হয়।
উদ্দীপকে জনাব তুষার দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করে নতুন জাতের গম উদ্ভাবন করেন। তিনি এ কাজের জন্য স্বীকৃতিও পান। এটি তার জন্য একটি সম্পদ, যা পেটেন্ট নামে পরিচিত। তিনি এটি আইনগতভাবে নিবন্ধন করেন। ফলে ঐ গম তার গবেষণালব্ধ ফসল হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছে।
পেটেন্ট আইন অনুযায়ী তিনি চুক্তির তারিখ থেকে পরবর্তী ১৬ বছর পর্যন্ত এর সুবিধা পাবেন। এ সময়ের মধ্যে অন্য কেউ এর ব্যবহার বা বিক্রয় করতে পারবে না। কেউ নকল করলেও তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া যাবে। সুতরাং, পেটেন্ট নিবন্ধনের মাধ্যমে উক্ত দীর্ঘ সময়ের জন্য জনাব তুষার আইনগত সুফল পাবেন।

প্রশ্ন ▶৩৪ রাজধানীর ইস্টার্ন প-াজা থেকে জনাব মোতালেব একটি মোবাইল ফোন ক্রয় করলেন। মোবাইলটি ব্যবহার করে তিনি বেশ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছেন। কেননা যখনই তিনি মোবাইলটি পকেট থেকে বের করেন, তখন মোবাইলের ওপর অঙ্কিত চিত্রটি দেখে সবাই বুঝতে পারে এটি আইফোন ব্র্যান্ডের। এই চিহ্নটি আইফোন কোম্পানি ছাড়া অন্য কেউ ববহার করতে পারে না। *[ঠাকুরগাঁও সরকারি মহিলা কলেজ; ঢাকা কলেজ]*

ক. পেটেন্ট অর্থ কী? ১

খ. নকল রোধ করে কোনটি? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. মোতালেবের মোবাইলে অঙ্কিত চিহ্নটিকে কী বলা হয়? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. আইফোন কোম্পানি চিহ্নটি ব্যবহার করো কতটা সুবিধা পাবে বলে তুমি মনে করো। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পেটেন্ট অর্থ হলো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কারও আবিষ্কৃত নতুন পণ্য অন্য কেউ তৈরি, ব্যবহার এবং বিক্রয় করতে না পারা।

খ নকল রোধ করে কপিরাইট আইন।
এর মাধ্যমে লেখক বা শিল্পী তার সৃষ্টকর্মের ওপর একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থায়ী অধিকার পান। এটি একটি আইনগত ধারণা। এর উদ্দেশ্য হলো সৃষ্টকর্ম নকল হতে রক্ষা করা। কেউ যদি এর নকল করে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা বা মামলা করা যায়। এতে আবিষ্কারকের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়। এভাবে কপিরাইট নকল প্রতিরোধ করে।

গ উদ্দীপকের মোতালেবের মোবাইলে অঙ্কিত চিহ্নটিকে ট্রেডমার্ক বলা হয়।
এতে পণ্যের ভিন্নতা প্রকাশ করার জন্য বিশেষ চিহ্ন, শব্দ, প্রতীক বা লোগো ব্যবহার করা হয়। এর মাধ্যমে ক্রেতারা সহজেই কোনো নির্দিষ্ট কোম্পানির পণ্য চিহ্নিত করতে পারে। ফলে ক্রেতাদের মধ্যে ব্র্যান্ডের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি হয়।
উদ্দীপকে জনাব মোতালেব একটি মোবাইল ক্রয় করলেন। তার মোবাইলের ওপর একটি চিত্র অঙ্কিত আছে। এ চিহ্নটি দেখেই সবাই বুঝতে পারে এটি আইফোন ব্র্যান্ডের মোবাইল। এ চিহ্নটি আইফোন কোম্পানি ছাড়া অন্য কেউ ব্যবহার করতে পারে না। এ জন্য এ মোবাইলটি ব্যবহার করে তিনি নিশ্চিন্ত ও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছেন। এসব বৈশিষ্ট্য ট্রেডমার্কের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, মোতালেবের মোবাইলে অঙ্কিত চিহ্নটি ট্রেডমার্কের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকে আইফোন কোম্পানি ট্রেডমার্ক চিহ্নটি ব্যবহার করে যথাযথ আইনগত সুবিধা পাবে বলে আমি মনে করি।
ট্রেডমার্ক ব্যবসায়ের এমন একটি চিহ্ন বা বৈশিষ্ট্য যা এর পণ্যকে সহজে পরিচিত করে তোলে। এটি একটি আইনগত সুরক্ষা ব্যবস্থা। এটি পণ্যের ওপর মালিকের একক অধিকার নির্দেশ করে। ফলে অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নকল করতে পারে না।
উদ্দীপকে মোবাইলের অঙ্কিত চিত্রটি হলো ট্রেডমার্ক। এ বিশেষ চিহ্নটি অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে এর ভিন্নতা প্রকাশ করে। ফলে এটি একটি ব্র্যান্ড হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। এজন্য যে কেউ এরূপ চিহ্ন দেখেই বুঝতে পারে এটি আইফোন কোম্পানির মোবাইল।
নির্দিষ্ট বা পৃথক চিহ্ন থাকায় উক্ত নামের অধীনে মোবাইল ফোন বাজারে এলে গ্রাহকরা তা সহজেই চিনতে পারে। ট্রেডমার্কের কারণে এটি একটি সম্পদে পরিণত হয়েছে। কারণ, অন্য কেউ এ চিহ্ন ব্যবহার করলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া যাবে। প্রয়োজনে মামলা ও শাস্তির বিধানও আছে। তাই অন্য কেউ এর নকল করতে পারে না। সুতরাং, এভাবে আইফোন কোম্পানি ট্রেডমার্ক চিহ্নটি ব্যবহার করে আইনগত সব সুবিধা পেতে পারে।

প্রশ্ন ▶৩৫ মি. রওশন একটা নামকরা শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক। তার কোম্পানির ব্রান্ড নাম, লোগো সবার কাছেই পরিচিত। কিন্তু তিনি এতেও তৃপ্ত নন। তিনি সবার চেয়ে এগিয়ে থাকতে চান। তাই পণ্য ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের অন্য সকল কার্য দক্ষতার মান নিশ্চিত করার বিষয়ে তিনি যত্নশীল। বিদেশি একটা মান সনদ লাভের প্রক্রিয়ায় তিনি সচেষ্ট আছেন। উক্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে-এর এরূপ সনদ প্রত্যাশী সকল প্রতিষ্ঠানকে পরিবেশ সচেতন হওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে। মানুষ যেন ব্যবসায়ীদের দ্বারা কোনো ভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এ বিষয়ে তিনি নিজেও সচেতন হওয়ার প্রয়োজন মনে করেন।

[ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন কলেজ, কুমিল্লা]

ক. প্রিমিয়াম কী? ১
খ. ট্রেডমার্ক বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. মি. রওশন কোন মান সনদ পাওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বিদেশি প্রতিষ্ঠানটির প্রত্যাশা পূরণে ব্যবসায়ীরা সচেষ্ট হলে ক্ষতির হাত থেকে জনগণ সুরক্ষা পাবে – বক্তব্যের যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমার ক্ষেত্রে বিমাকারী ঝুঁকি গ্রহণের প্রতিদান হিসেবে যে অর্থ বিমাগ্রহীতার থেকে নেয় তাকে প্রিমিয়াম বলে।

খ ট্রেডমার্ক হলো পণ্য বা ব্যবসায়ের স্বতন্ত্র কোনো বৈশিষ্ট্য, চিহ্ন বা লোগো।
এর মূল উদ্দেশ্য হলো অন্য কোনো পণ্য বা প্রতিষ্ঠান থেকে ভিন্নতা বজায় রাখা। এটি নির্দিষ্ট কোনো প্রতিষ্ঠানকে বা এর পণ্যকে ক্রেতাদের কাছে পরিচিত করে তোলে। এর মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় উভয় ক্ষেত্রেই সুবিধা পাওয়া যায়।

গ উদ্দীপকে মি. রওশন ISO মান সনদ পাওয়ার চেষ্টা করছেন।
ISO (International Organization for Standardization) প্রতিষ্ঠানটি পণ্য বা সেবার মানদণ্ড নির্ধারণ করে। এ মান অনুযায়ী পণ্য বা সেবা এক দেশ থেকে অন্য দেশে সহজেই বিক্রয় বা সরবরাহ করা যায়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পণ্য বা সেবার ISO সনদ মান থাকতে হয়।
উদ্দীপকে মি. রওশন একটি নামকরা শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক। তার কোম্পানির ব্র্যান্ড নাম, লোগো সবার কাছেই পরিচিত। কিন্তু তিনি পণ্য ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের অন্য সকল কাজে দক্ষতার মান নিশ্চিত করার বিষয়ে সচেতন। এজন্য তিনি বিদেশি একটা মান সনদ লাভের প্রক্রিয়ার ব্যাপারে চেষ্টা করছেন। এর থেকে মান সনদ নিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সফলভাবে ব্যবসায় করা যায়। এতে প্রতিষ্ঠানের সুনাম বাড়ে। এসব কাজ ISO প্রতিষ্ঠান কর্তৃক করা হয়। সুতরাং, মি. রওশন ISO মান সনদ পাওয়ার চেষ্টা করছেন।

ঘ বিদেশি ISO প্রতিষ্ঠানটির প্রত্যাশা পূরণে ব্যবসায়ীরা সচেষ্ট হলে পরিবেশ দূষণ ক্ষতির হাত থেকে জনগণ সুরক্ষা পাবে – আমি এটি যৌক্তিক মনে করি।
মানুষের ভোগের প্রবণতা বাড়ায় শিল্প ও শিল্পের উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ছে। এসব শিল্পের মাধ্যমে বর্তমানে পরিবেশ ব্যাপক হারে দূষিত হচ্ছে। কল-কারখানার বিষাক্ত কালো ধোঁয়া বায়ু দূষণ করছে। এছাড়া এর বর্জ্য পানিতে মিশে পানি দূষণ হচ্ছে। এতে মানুষের জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।
উদ্দীপকে বলা হয়েছে, ISO প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সচেতন হওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে। মানুষ যেন ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য সচেতন হতে বলেছে। অর্থাৎ, পরিবেশ দূষণ থেকে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে।
ব্যবসায়ীরা যদি শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে নদীর তীর বা এমন ঝুঁকিপূর্ণ স্থান নির্বাচন না করেন তাহলে পানি দূষণ কমে যাবে। আবার, কল-কারখানার ধোঁয়া ও বর্জ্য পরিশোধনের বিকল্প যন্ত্রের ব্যবহার করে বায়ু দূষণ রোধ করা যায়। এভাবে ব্যবসায়ীরা যদি পরিবেশ দূষণ রোধ করতে পারে তাহলে মানুষ ও জীবজন্তুর স্বাভাবিক জীবন বাধাগ্রস্ত হবে না। তারা সুস্থভাবে এ পরিবেশে বেঁচে থাকতে পারবে। সুতরাং,

ISO প্রতিষ্ঠান প্রত্যাশা পূরণে ব্যবসায়ীদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরি।

প্রশ্ন ▶৩৬ 'সাদমান গার্মেন্টস লি.' ঢাকার উত্তরায় অবস্থিত। প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বের নামিদামি কিছু ব্র্যান্ডের পোশাক তৈরি করে। এসব পোশাক উন্নত বিশ্বের বড় বড় শপিংমলে বেশি মূল্যে বিক্রি করা হয়। তাই আমদানিকারকদের প্রতিনিধিরা প্রায়ই গার্মেন্টসটি পরিদর্শন করতে আসেন। সম্প্রতি আমেরিকার কয়েকজন প্রতিনিধি কারখানাটি পরিদর্শনে আসেন। কারখানার কার্য পরিবেশ, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, মজুরি, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে তারা রিপোর্ট প্রদান করেছেন। রিপোর্টে শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যাপারে আরও গুরুত্ব প্রদানের কথা বলা হয়েছে এবং সেই সাথে বলা হয়েছে এগুলো যেন ISO এর মানের সাথে কোনোভাবে সাংঘর্ষিক না হয়। *[চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ]*

ক. বিমা কী? ১

খ. কপিরাইট কেন নিবন্ধন করা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের গার্মেন্টসটির দুর্বলতার কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উলি-খিত গার্মেন্টসটির ISO-এর মান অর্জন করতে না পারার ফলাফল কী হতে পারে বলে তুমি মনে করো? মতামত দাও। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমা হলো বিমাগ্রহীতা ও বিমাকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পাদিত একটি চুক্তি যেখানে বিমাকারী বিমাগ্রহীতাকে নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে সম্পদের ক্ষতি হলে তা পূরণের নিশ্চয়তা দেয়।

খ লেখক বা শিল্পী কর্তৃক তার সৃষ্টিকর্মের ওপর একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থায়ী আইনগত অধিকারকে কপিরাইট বলে।

কপিরাইট নিবন্ধন করা হয় আবিষ্কারকের স্বত্ব রক্ষা করার জন্য। এতে অন্য কেউ যদি নকল করে তাহলে প্রকৃত স্বত্বাধিকারী তার বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে। এভাবে তার আর্থিক স্বার্থ রক্ষা হয়। এজন্যই কপিরাইট নিবন্ধন করা হয়।

গ উদ্দীপকের গার্মেন্টসটির দুর্বলতার কারণ হলো জীবন বিমার অনুপস্থিতি।

মানুষের জীবনের নিরাপত্তার বিপক্ষে জীবন বিমা করা হয়। এর মাধ্যমে বিমাগ্রহীতার মৃত্যুতে তার পরিবার বা মনোনীত ব্যক্তিকে অর্থ দেয়া হয়। এটি একটি নিশ্চয়তার চুক্তি হিসেবে পরিচিত।

উদ্দীপকে সাদমান গার্মেন্টস লি.-এ আমদানিকারকদের প্রতিনিধিরা প্রায়ই গার্মেন্টসটি পরিদর্শন করতে আসেন। সম্প্রতি আমেরিকার কয়েকজন প্রতিনিধি কারখানা পরিদর্শনে আসেন। তারা শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যাপারে আরও গুরুত্ব প্রদানের কথা রিপোর্টে উলে-খ করেছেন। আমি মনে করি, গার্মেন্টস কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের জীবনের নিরাপত্তার জন্য কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষারও কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। ফলে কোনো দুর্ঘটনায় শ্রমিকরা জীবনের বা স্বাস্থ্যহানির জন্য ক্ষতিপূরণও পাবে না। সুতরাং, জীবন বিমা সম্পর্কিত এসব উপাদান উদ্দীপকের গার্মেন্টসটিতে নেই। এটিই তাদের দুর্বলতার কারণ।

ঘ উদ্দীপকে উলি-খিত গার্মেন্টসটি ISO-এর মান অর্জন করতে না পারলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সমস্যা হবে বলে আমি মনে করি।

ISO (International Organization for Standardization) প্রতিষ্ঠানটি পণ্য বা সেবার মানদণ্ড নির্ধারণ করে। এ মান অনুযায়ী পণ্য বা সেবা এক দেশ থেকে অন্য দেশে সহজেই বিক্রয় বা সরবরাহ করা যায়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সফলতা অর্জনের জন্য পণ্য বা সেবার ISO-এর মান বিবেচনা করা আবশ্যক।

উদ্দীপকে সাদমান গার্মেন্টস লি. বিদেশের নামিদামি ব্র্যান্ডের পণ্য তৈরি করে। তাই আমদানিকারকদের প্রতিনিধিরা কারখানার পরিবেশ, নিরাপত্তা, মজুরি প্রভৃতি জানতে পরিদর্শন করতে আসেন। সম্প্রতি আমেরিকার কয়েকজন প্রতিনিধি পরিদর্শনের পর শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে আরও গুরুত্ব দিতে বলেন। এগুলো যেন ISO-এর মান অনুযায়ী হয় তা নিশ্চিত করতে বলেন।

উক্ত গার্মেন্টসটিতে ISO-এর মান অনুযায়ী শ্রমিক নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। তারা এ ব্যবস্থা না নিলে ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠানটির বিদেশি অর্ডারের পরিমাণ কমে যাবে। এতে লাভও কম হবে। আর্থিকভাবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সার্বিক বিবেচনায়, তাদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বাঁধাগ্রস্ত হবে।

প্রশ্ন ▶৩৭ জনাব কাশেম একজন স্বনামধন্য লেখক। সম্প্রতি তার লেখা নিবন্ধিত একটি বই বাজারে পাঠকদের মাঝে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। বইয়ের ঘাটতি দেখে জনাব আলম তার প্রকাশনা থেকে জনাব কাশেমকে না জানিয়ে বইটি পুনঃপ্রকাশ করে বাজারে ছাড়েন। এতে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং জনাব আলমের বিরুদ্ধে মামলা করেন। *[কক্সবাজার সিটি কলেজ]*

ক. BIMSTEC কী? ১

খ. EU কেন গঠন করা হয়েছিল? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব আলম বাংলাদেশে প্রচলিত কোন ব্যবসায়িক আইন লঙ্ঘন করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব কাশেম কি দেওয়ানি আইনের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ পাবেন? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করো। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক BIMSTEC হলো সার্কভুক্ত সাতটি সদস্য দেশের মধ্যে সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় গঠিত সংস্থা।

সহায়ক তথ্য

BIMSTEC-এর পূর্ণরূপ Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. এর সদস্য দেশগুলো হলো বাংলাদেশ, ভারত, মিয়ানমার, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, নেপাল ও ভুটান।

খ EU এর পূর্ণরূপ হলো European Union (ইউরোপীয় ইউনিয়ন)।

ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যকার সম্পর্কে মজবুত করার জন্য EU সংস্থাটি গঠন করা হয়েছে। এটি একটি স্বতন্ত্র্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্থা। এখানে ইউরোপসহ বিশ্বের অর্থনীতি ও রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রাবাজার সৃষ্টি প্রভৃতি কাজ করা হয়। এছাড়া ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এর অন্যতম কাজ।

গ উদ্দীপকে জনাব আলম বাংলাদেশে প্রচলিত ব্যবসায়ের কপিরাইট আইন লঙ্ঘন করেন।

কপিরাইট একটি আইনগত ধারণা। এর উদ্দেশ্য লেখক বা শিল্পীর সৃষ্টিকর্ম নকল হতে রক্ষা করা। এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টিকর্মের ওপর আবিষ্কারককে স্থায়ী অধিকার দেয়া হয়। এতে ঐ সময়ের মধ্যে অন্য কেউ এটি নকল করতে পারে না। ফলে আবিষ্কারকের আর্থিক স্বার্থ রক্ষা হয়।

উদ্দীপকে জনাব কাশেম একজন স্বনামধন্য লেখক। সম্প্রতি তার লেখা একটি বই বাজারে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। বইয়ের ঘাটতি দেখে জনাব আলম তার প্রকাশনা থেকে জনাব কাশেমকে না জানিয়ে বইটি পুনঃপ্রকাশ করেন। এরপর বাজারে ছাড়েন। বইটি নিবন্ধিত করা ছিল বলে আইন অনুযায়ী অন্য কেউ এটি নকল করার অধিকার পাবে না। নকল করলে তাকে এ আইন লঙ্ঘনকারী হিসেবে মামলার আওতায়

আনা যাবে। এসব বৈশিষ্ট্য কপিরাইট আইন লঙ্ঘনের সাথে সম্পর্কিত। সুতরাং, জনাব আলম এ আইনই লঙ্ঘন করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে জনাব কাশেম কপিরাইটের দেওয়ানি আইনের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ পাবেন বলে আমি মনে করি।

কপিরাইট নিবন্ধন করা থাকলে প্রকৃত আবিষ্কারক ছাড়া অন্য কেউ তার পণ্য ব্যবহার বা নকল করতে পারে না। কেউ এর নকল করলেও নকলকারীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া যায়। ফলে প্রকৃত আবিষ্কারক ক্ষতিগ্রস্ত হন না।

উদ্দীপকে জনাব কাশেমের লেখা একটি বই বাজারে বেশ জনপ্রিয়তা পায়। তাকে না জানিয়ে জনাব আলম বইটি পুনঃপ্রকাশ করে বাজারে ছাড়েন। অর্থাৎ, তিনি কপিরাইট আইন ভঙ্গ করেন। এতে জনাব কাশেম ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাই তিনি জনাব আলমের বিরুদ্ধে মামলা করেন।

কপিরাইট আইনের বিধান কেউ লঙ্ঘন করলে স্বত্বাধিকারী নিষেধাজ্ঞা, ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি প্রভৃতি দেওয়ানি আইনগত প্রতিকার পাওয়ার অধিকার রাখেন। এক্ষেত্রে জনাব কাশেমের বইটি নিবন্ধন করার বিষয়টি জনাব আলম অবগত ছিলেন। তবুও তিনি এ আইন ভঙ্গ করেছেন। তাই, জনাব কাশেম কপিরাইটের দেওয়ানি আইনের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ পাবেন।

প্রশ্ন ▶ ৩৮ তারিনের বাবা দোকান থেকে নারিকেল তেল-এর ১টি বোতল ক্রয় করে এনে তারিনের হাতে দিলেন। তারিন নারিকেল তেলের বোতলের ওপর বিশেষভাবে অঙ্কিত 'U' অক্ষরটি দেখেই বুঝতে পারলেন এটি 'ইউনিলিভার'-এর পণ্য। ইউনিলিভার সরকারের সাথে একটি বিশেষ চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে একচেটিয়াভাবে ব্যবসায় করেছে।

[ইসলামিয়া কলেজ, রাজশাহী]

ক. মেধা সম্পদ কী? ১

খ. বিমা কীভাবে ব্যবসায়কে ঝুঁকি থেকে রক্ষা করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. তারিন নারিকেল তেলের বোতলের ওপর যে 'U' অক্ষর দেখেছে সেটি দ্বারা কী বোঝানো হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ইউনিলিভারের একচেটিয়া ব্যবসায়ের পেছনে সরকারের সাথে সম্পাদিত চুক্তিটির ভূমিকা বিশে-ষণ করো। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সৃজনশীল ব্যক্তি তার মেধা ও মননশীলতা প্রয়োগ করে যে সম্পদ সৃষ্টি করেন তাকে মেধা সম্পদ বলে। যেমন : গল্প, নাটক, সফটওয়্যার প্রভৃতি।

খ বিমা হলো বিমাগ্রহীতা ও বিমাকারীর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি যেখানে প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বিমাকারী বিমাগ্রহীতার সম্পত্তির ঝুঁকি গ্রহণ করে।

ব্যবসায়ে সর্বদা ঝুঁকি থাকে। মূল্যহ্রাস, চুরি, ডাকাতি, অগ্নিকান্ড, অতি বৃষ্টি প্রভৃতি কারণে ব্যবসায়ের ক্ষতি হতে পারে। এসব ঝুঁকি নিয়েই ব্যবসায়ীকে ব্যবসা পরিচালনা করতে হয়। তাই ব্যবসায়িক পণ্য বা সম্পত্তির জন্য বিমা করা হয়। এতে বিমাকারী পণ্যের ঝুঁকি গ্রহণ করে। এছাড়া ভবিষ্যতে ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি আর্থিক ক্ষতি পূরণ করে। এভাবে বিমা ব্যবসায়কে ঝুঁকি থেকে রক্ষা করে।

গ উদ্দীপকে তারিন নারিকেল তেলের বোতলের ওপর যে 'U' অক্ষর দেখেছে সেটি ট্রেডমার্কের অন্তর্ভুক্ত।

ট্রেডমাকের মাধ্যমে কোনো পণ্যকে অন্য কোনো কোম্পানির পণ্য থেকে আলাদা করা হয়। এজন্য নির্দিষ্ট কোনো চিহ্ন বা প্রতীক, লোগো প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। এতে ক্রেতার কাছে ঐ পণ্য সহজেই পরিচিতি পায়। এর মাধ্যমে ক্রয় ও বিক্রয় উভয় কাজই সুবিধা হয়।

উদ্দীপকে তারিনের বাবা একটি নারিকেল তেল কিনে তারিনকে দিলেন। এ তেলের বোতলের ওপর 'U' অক্ষরটি অঙ্কিত আছে। এটি দেখেই তারিন বুঝতে পারলেন এটি ইউনিলিভারের পণ্য। অর্থাৎ, 'U' অক্ষরটির মাধ্যমে শুধু ইউনিলিভারের পণ্যকেই বোঝাবে। অন্য কোনো কোম্পানি এটি ব্যবহার করতে পারবে না। ইউনিলিভার তাদের প্রতিটি পণ্যের ওপর এ চিহ্ন ব্যবহার করে থাকে। এসব বৈশিষ্ট্য ট্রেডমার্কের সাথে সংগতিপূর্ণ। সুতরাং, উদ্দীপকের এই 'U' অক্ষরটি দ্বারা ট্রেডমার্কের বিষয়কে বোঝানো হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে ইউনিলিভারের একচেটিয়া ব্যবসায়ের পেছনে সরকারের সাথে সম্পাদিত পেটেন্ট চুক্তির গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা আছে।

এর মাধ্যমে নতুন আবিষ্কৃত পণ্যের ওপর আবিষ্কারককে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য একক অধিকার দেয়া হয়। এখানে পণ্যের উদ্ভাবক ও সরকারের মধ্যে চুক্তি হয়। চুক্তি অনুযায়ী প্রকৃত আবিষ্কারক ছাড়া অন্য কেউ এটি ব্যবহার বা বিক্রয় করতে পারে না।

উদ্দীপকে ইউনিলিভার কোম্পানি সরকারের সাথে একটি বিশেষ চুক্তি সম্পাদন করেছে। এর ফলে প্রতিষ্ঠানটি তাদের উৎপাদিত পণ্যের জন্য একচেটিয়া মালিকানা পেয়েছে। অর্থাৎ, এ বৈশিষ্ট্যটি পেটেন্ট চুক্তির সাথে সম্পর্কিত।

এ চুক্তি করার ফলে ইউনিলিভার কোম্পানির অনুরূপ পণ্য অন্য কেউ নকল করতে পারবে না। যদি কোনো অসাধু ব্যবসায়ী এটি নকল করে তাহলে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়া যাবে। তাই ইউনিলিভার কোম্পানির আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা নেই। তারা একচেটিয়া মালিকানা পাওয়ায় ব্যবসায় চালিয়ে যেতে পারবে। তাই বলা যায়, ইউনিলিভারের একচেটিয়া ব্যবসায়ের পেছনে পেটেন্ট চুক্তিই ভূমিকা রেখেছে।